CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-189 ■ 18 April, 2025 ■ আগরতলা ১৮ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ৪ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির সভায়

বিরোধীদের কাজই হচ্ছে যেকোন বিষয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। ১৯৯৫ সালে তৈরি ওয়াকফ আইনের দূর্বলতার দরুন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর গরীব মুসলিম জনগণ। সেই সঙ্গে কতিপয় নেতা কর্তৃক ওয়াকফ সম্পত্তির অপব্যবহার, ৪০ নং ধারার অপব্যবহার করে বিভিন্ন জায়গা জবরদখল সহ আরো অসংখ্য দুর্নীতির অভিযোগের নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যেই ওয়াকফ সংশোধনী আইন ২০২৫ পাশ হয়।

ওয়াকফ সংশোধিত আইন নিয়ে মুসলিম সমাজের নাগরিকদের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজ আগরতলার রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত জনজাগরন অভিযানে সম্বোধন করতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ওয়াকফ বিল ২০২৫ আসার পর এই সম্পর্কে ধারনা বেড়েছে। আজকের এই কার্য্যক্রমে এখানে বসে অনেক কিছু জানলাম। আজকের এই কার্য্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়াকফ সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতন করা। আর বিরোধীদের কাজই হচ্ছে যেকোন বিষয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা। যেকোন ভালো কাজে তারা বাঁধা সৃষ্টি করবেই। তিন তালাক একটা কুপ্রথা ছিল। কিন্তু যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই তিন তালাককে অবলুপ্ত করেছেন। অথচ এনিয়ে কত কথা হয়েছে। জম্মু কাশ্মীরেও ৩৭০ ধারা বিলোপ করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী যে কাজ করছেন সেটা

মানুষ বুঝতে পারেন। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস ভাবনা নিয়েই তিনি মানুষের কল্যাণে কাজ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যারা আছেন তারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন যে প্রধানমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেস শুধু তোষন করে ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করেছে সাংসদ বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন নিয়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর অভিযোগ, "বিরোধীরা শুধুমাত্র নিজেদের ভোটব্যাঙ্ককে খুশি করতে এই আইনের বিরুদ্ধে ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।" বুধবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত ওয়াকফ সংশোধনী জনজাগরণ অভিযানের রাজ্যভিত্তিক কর্মশালায় এই মন্তব্য করেন তিনি।

সাংসদ জানান, এই সংশোধনী আইন বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য হল গরিব মুসলমানদের সুরক্ষা ও স্বার্থ রক্ষা করা। "ওয়াকফ সম্পত্তি দেশের তৃতীয় বৃহত্তম সম্পদ, অথচ তার সুবিধা পাচ্ছেন মাত্র কিছু ব্যক্তি। সাধারণ মুসলিমরা এর সুফল থেকে বঞ্চিত," বলেন বিপ্লব।

সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য জানান, ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনের দুর্বলতার জন্য বহু গরিব মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। নেতাদের দ্বারা ওয়াকফ সম্পত্তির অপব্যবহার এবং ৪০ নম্বর ধারার অপপ্রয়োগের ফলে দুর্নীতির পাহাড় জমেছে। এই কারণে ওয়াকফ সংশোধনী ২০২৫ আইন প্রণয়ন জরুরি হয়ে উঠেছিল।

সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, "সাচার কমিটির রিপোর্টেই উঠে এসেছে, ওয়াকফের ৮০ শতাংশ সম্পত্তি কয়েকজনের স্বার্থে ব্যবহার হচ্ছে, সাধারণ মুসলমানরা তার কিছুই পাচ্ছে না। কংগ্রেস শুধু তোষণ করে ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করেছে, বৃহত্তর মুসলিম সমাজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে।"

তিনি কংগ্রেস এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে আন্দোলন 'স্ক্রিপ্টেড নাটক', কটাক্ষ সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। রাজ্যে রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা চরমে। বৃহস্পতিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন মন্ত্রী ও কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তিপরা মথা ও বিজেপিকে।

সুদীপবাবুর অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন জনজাতি ছাত্র সংগঠন ও তিপরা মথার নেতৃত্বে রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে চলা আন্দোলন আসলে "স্ক্রিপ্টেড নাটক"। তিনি বলেন, "তিপ্রাসা জনগোষ্ঠীর আবেগ ও সেন্টিমেন্ট নিয়ে খেলা হচ্ছে। তাঁদের বোকা বানানো হচ্ছে।'

তিনি আরও অভিযোগ করেন, রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে অতীতে বাম সরকার তালবাহানা করেছে, আর বর্তমান বিজেপি সরকার এই ইস্যুতে করছে "নোংরা রাজনীতি"।

তিপরা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকে কটাক্ষ করে

সুদীপবাবু বলেন, "তিপ্রাসারা অন্ধের মতো তাঁকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু এটাকেই পুঁজি করে বিজেপি ও তিপরা মথা মিলে হয়েছে 'মহা ঠকাই'। আর এই দুই মহা ঠকাইয়ের ধান্দায় ঠকতে হচ্ছে তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠীকে।"

তিনি বলেন, "এই ধরনের নাটকীয় আন্দোলন করে অধিকার আদায় হয় না। যদি সত্যিই রোমান স্ক্রিপ্টের প্রতি আস্থা থাকে, তবে গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলনে নামা উচিত। তিপরা মথা ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল যারা এই দাবিকে সমর্থন করে, তারা একত্রে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে পারে।"

সুদীপ রায় বর্মন স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কংগ্রেস ভোট পাক বা না পাক, ক্ষমতায় আসুক বা না আসুক, রাজ্যের তিপ্রাসা ও জনজাতি জনগোষ্ঠীর স্বার্থে সর্বদা সরব থাকবে। "তাদের ন্যায্য দাবি ও অধিকার রক্ষায় কংগ্রেস বরাবর পাশে ছিল, আছে, এবং থাকবে, "বলেন তিনি। কংগ্রেস নেতার এই বক্তব্য রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত করেছে।

পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ অপেক্ষামান তালিকা প্রকাশের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অপেক্ষামান তালিকা প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন পরীক্ষার্থীরা। আজ তাঁরা জড়ো হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অপেক্ষামান তালিকা প্রকাশের জন্য করজোরে আবেদন করেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক পরীক্ষার্থী জানিয়েছেন, ২০২২ সালে পুলিশ কনস্টেবল পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ধাপে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অটোতে ছাত্রীর সঙ্গে অসভ্য আচরণে গ্রেপ্তার এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। অটোতে ছাত্রীর সাথে অসভ্য আচরণের ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বটতলা ফাঁড়ির পুলিশ। তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বলেন পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ডঃ কিরণ কুমার কে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আজ সকালে অটোতে করে কলেজে যাচ্ছিল এক ছাত্রী। ওই সময় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশি-বিদেশি অপশক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার বাংলাদেশ ঃ শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ১৭ এপ্রিল।। দেশি-বিদেশি অপশক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে বাংলাদেশ। বর্তমানে এখন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবীরোধীদের দখলে রয়েছে দেশ। তাদের সন্ত্রাস, উগ্র-সাম্প্রদায়িকতা ও দুঃশাসনে জনজীবন যেমন বিপর্যস্ত, তেমনি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বও হুমকির সম্মুখীন। এরকম দুঃসময়ে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য ইতিহাস ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ধারবাহিকতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে এমনটাই বার্তা দিয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।

এদিন তিনি বার্তায় বলেন, আজ ১৭ এপ্রিল। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথে গুরুত্বপুর্ণ এক মাইলফলক। এইদিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পাশাপাশি এদিন তিনি স্বশরীরে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী জাতীয় চারনেতা তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ এইচ এম কামরুজ্জামান ও এম মনসুর আলী সহ সকল জাতীয় নেতৃবৃন্দ, মুক্তিবাহিনীসহ সকল মুক্তিযোদ্ধা, ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষাধিক বীরাঙ্গনাদের স্মরণ করেছেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে ভূমিধ্বস বিজয় অর্জন করে। এটি ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফার প্রতি সমগ্র জাতির অকুণ্ঠ সমর্থন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী জানতো, ছয়দফা মূলতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটি কৌশলগত রূপরেখা। তাই নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের বদলে জেনারেল ইয়াহিয়ার সরকার ২৫ মার্চ কালরাতে 'অপারেশন সার্চ লাইট' এর নামে ঘুমন্ত-নিরস্ত্র বাঙালিদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কালবৈশাখী ঝড়ে লন্ডভন্ড বিশালগড়, খোয়াই, উদয়পুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। কালবৈশাখী ঝড়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে বিশালগড়, খোয়াই ও উদয়পুর মহকুমার বহু এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লন্ডভন্ড হয়েছে ঘরবাড়ি, উপড়ে পড়েছে বিশাল আকৃতির গাছ, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে বহু স্থানে। বিশালগড় মহকুমার পূর্ব লক্ষ্মীবিল শিবটিলা এলাকায় বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত প্রবল ঝড়ে বাসিন্দা গাড়ি চালক হরিপদ দেবনাথের বসতঘরের উপর ভেঙে পড়ে একটি বিশাল গাছ। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাঁর বাড়ির একটি বড় অংশ।

অন্যদিকে, উদয়পুরের উত্তর চড়িলামের মধ্যপাড়ায় বৃহস্পতিবার বিকেলে হালকা বাতাসেই একটি গাছ ভেঙে পড়ে বিদ্যুৎ তারের উপর। এর ফলে পুরো এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে যায়।

এদিকে, খোয়াই মহকুমার বহু রাস্তা গাছ পড়ে বন্ধ হয়ে যায়, বেশ কয়েকটি গ্রাম বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করেছে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার, বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরুদ্ধার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে জোরকদমে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

ডেন্টাল কলেজে তৃতীয় বর্ষের বিডিএম কোর্সের কেন্দ্রের অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ ও আইজিএম হাসপাতালে ২০২৫---২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য তৃতীয় বর্ষের বিডিএস (ব্যাচেলর অফ ডেন্টাল সার্জারি) কোর্সে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নবায়ন করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের কথা সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারকে জানানো হয়েছে, যা কেন্দ্রীয় সরকারের আন্ডার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতি কান্ডে চার্জশিটের

প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতি মামলায় কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর চার্জশিট দায়েরের প্রতিবাদে ত্রিপুরার একাধিক জেলায় জোরালো বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে কংগ্রেস। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ' তুলে রাজ্যজুড়ে কংগ্রেসের নানা স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মীরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিশালগড় জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিশ্রামগঞ্জ পোস্ট অফিসের সামনে ধর্না ও প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি গোপীনাথ সাহা, চড়িলাম ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তারা মিয়া, বিশিষ্ট আইনজীবী ও কংগ্রেস নেতা কেশরাম দেববর্মা সহ বহু কর্মী ও সমর্থক।

গোপীনাথ সাহা বলেন, "ইডি-কে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে কংগ্রেস নেতৃত্বকে হেনস্তা করা হচ্ছে। সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার চার্জশিট বিজেপির ষড়যন্ত্র।"

ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও কৈলাশহর পোস্ট অফিসের সামনে বিশাল প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। কৈলাশহর কংগ্রেস অফিস থেকে মিছিল শুরু করে পোস্ট অফিসের সামনে ধর্নায় বসেন কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিরজীৎ সিনহা, জেলা সভাপতি মোঃ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী ২৪ ঘন্টায় পশ্চিম ও সিপাহীজলায় কমলা সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। আগামী ২৪ ঘন্টায় পশ্চিম এবং সিপাহীজলা জেলায় কমলা সর্তকতা এবং বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে। তেমনি আগামী ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের সব জেলায় হলুদ সর্তকতা জারি করেছে। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী এখন পর্য্যন্ত সর্বাধিক বৃষ্টিপাত সিপাহীজলা জেলায় ০৬৩.০ এমএম এবং সর্বনিম্ন গন্ডাছড়ায় ০০১ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন মাসের শিশু বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। তিন মাসের কন্যা সন্তানকে মারধর সহ বিক্রি করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল শিশুটির বাবার বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমেও প্রচারিত হয়েছিল। আর সেই সংবাদের জেরে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। আজ দুপুরে নিজ বাড়ি থেকে ওই অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, খয়েরপুর দাসপাড়া এলাকার প্রাণ গোপাল ঘোষের ছেলে গৌতম ঘোষ গত এক বছর আগে বিয়ে করেছিল। তাদের ঘরে গত সাড়ে তিন মাস আগে এক ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে গৌতম ঘোষ। বারবার তার স্ত্রীকে কন্যা সন্তানটিকে বিক্রি করার প্রস্তাব দেয়। তাতে তার স্ত্রী রাজি না হওয়ায় সাড়ে তিন মাসের এই ছোট্ট কন্যা সন্তানটিকে মারধর করে। পরে তার স্ত্রী সন্তানের প্রাণ বাঁচাতে গত পহেলা বৈশাখের দিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা দর্পণের ৫০ বছর পূর্তিতে আর্কাইভ সংকলন প্রকাশ

গাইলেন সা রে গা মা খ্যাত আরাত্রিকা

মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। রাজ্যের অন্যতম অগ্রণী সংবাদপত্র ত্রিপুরা দর্পণ-এর ৫০ বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে একটি আর্কাইভ সংকলনের আনুষ্ঠানিক প্রকাশের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ত্রিপুরা দপর্ণের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানে আমাকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু

প্রশাসনিক কাজে আমাকে আজই রাজ্যের বাইরে চলে যেতে হচ্ছে, তাই আপনাদের এই মহতী অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত থাকতে পারছিনা। এরজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ২০২৫ ইং
৩ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

হিন্দি আগ্রাসন বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে

বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশেই হিন্দিকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে চাপাইয়া দেওয়া যে চেষ্টা শুরু করিয়াছে তাহাতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। এই ধরনের প্রয়াস মাতৃভাষার উপর চরম আঘাতগুলিও বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবাদী আওয়াজ উঠিয়াছে। হিন্দি আগ্রাসনের অভিযোগে উত্তাল তামিলনাড়ু। সে রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর না করিবার সিদ্ধান্তে অনড় ডিএমকে সরকার। এরই মধ্যে আরও একটি বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাধ্যতামূলক করিয়া দেওয়া হইল হিন্দি! মহারাষ্ট্র সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া জানাইয়া দিল, সে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষায় এবার থেকে বাধ্যতামূলক হিন্দি শেখা।মহারাষ্ট্র সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, প্রাথমিক স্তরে এবার কেন্দ্রের প্রস্তাবিত নয়া শিক্ষানীতি অনুযায়ী 'ত্রিভাষা নীতি' চালু করিয়াছে। প্রত্যেক মারাঠির জন্য মারাঠা শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সেই সঙ্গে ভারতীয় ভাষা হিসাবে শিখিতে হইবে হিন্দিও। তৃতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজি বা নিজের পছন্দমতো কোনও ভাষা শিখিতে পারিবে পড়ুয়ারা।ইতিমধ্যেই এই বিজ্ঞপ্তির বিরোধিতা শুরু হইয়াছে বিরোধী শিবির। মহারাষ্ট্র নবানির্মাণ সেনার প্রধান রাজ ঠাকরে সাফ বলিয়াছেন, "আমরা হিন্দু কিন্তু হিন্দিভাষী নই। এভাবে হিন্দি চাপাইয়া দেওয়া মানিব না। কেন্দ্রের যা নিয়ম আছে সেটা সরকারি কাজে কার্যকর হোক। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থায় এই ধরনের আগ্রাসন মানা হইবে না।এমএনএস বরাবর মারাঠি অস্মিতা নিয়া সরব। হিন্দি আগ্রাসনের বিরোধী। রাজ ঠাকরেই প্রথম হিন্দি বিরোধী অবস্থান নিলেন। কংগ্রেসের বিধানসভার দলনেতা বিজয় ওয়াদ্দিওয়ার বলিয়াছেন, "মহারাষ্ট্র সরকারের উচিত দ্রুত এই নির্দেশিকা প্রত্যাহার করা। মারাঠি মহারাষ্ট্রের প্রধান ভাষা। এভাবে তৃতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দি চাপাইয়ায়ে দেওয়া মারাঠাদের প্রতি অবিচার। যদিও মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। তাঁহার পালটা প্রশ্ন, "হিন্দি ভারতীয় ভাষা। সেটা শিখতে সমস্যা কোথায়?" উল্লেখ্য, হিন্দি আগ্রাসন নিয়া সবচেয়ে বেশি সরব তামিলনাড়ু। সে রাজ্যে একপ্রকার ভাষাযুদ্ধের ডাক দিয়াছেন স্ট্যালিন। মহারাষ্ট্রে হিন্দি বিরোধ সেই পর্য্যায়ে না পৌঁছাইলেও, ইতিমধ্যেই ধিকি ধিকি বিক্ষোভের আঁচ দেখা যাইতেছে। এর শুধু চতুর প্রসারে প্রভাব বড় ধরনের সমস্যা তৈরি করিতে পারে বলেও বিভিন্ন মহল মনে করিতেছেন। কেননা প্রত্যেক জাতি মাতৃভাষায় শিক্ষা সহ সরকারি পরিষেবা গ্রহণ করিতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হইলে তাহারা যে তাহা সহজে মানিয়া নেবে না তাহা তাহাদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়াই এই প্রমাণিত হইতেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দি ভাষা চাপাইয়া দেওয়া নিয়া বিতর্কের ঝড় উঠিয়াছে। এর প্রভাব বিভিন্ন রাজ্যে ছড়াইয়া পরিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। স্পর্শকাতর এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে সহনশীল মানসিকতা নিয়ে কাজ করিতে হইবে। তা না হইলে আশা আন্দোলন বড় ধরনের বিপদ ডাকিয়া নিতে পারে।

হরিয়ানায় পুরনো শত্রুতার জেরে যুবকের খুন

হিসার, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার গভীর রাতে এক যুবককে নৃশংসভাবে খুন করার ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার হিসার জেলার অন্তর্গত পুরোনো সবজি মান্ডির ওভারব্রিজের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, হত্যার পেছনে পুরানো শত্রুতা থাকতে পারে। মৃত যুবক আকাশ মেহতা নগরের বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গিয়েছে , আকাশ তার এক বন্ধুকে নিয়ে বাইকে যাচ্ছিলেন, তখন ৭-৮ জন যুবক তাদের রাস্তা আটক করে আকাশকে লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে। আহত আকাশ ঘটনাস্থলে মারা যায়। পরে এক জোমেটো রাইডার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

ফের জামিন খারিজ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই-এর মামলায় জামিন পেলেন না রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সিবিআই-এর মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদন খারিজ করল সিবিআই-এর বিশেষ আদালত। এর আগে প্রাথমিক নিয়োগে ইডির মামলায় জামিন পেলেও এ বার সিবিআই-এর মামলায় জামিন পেলেন না পার্থ চট্টোপাধ্যায়। দিনকতক আগেই দীর্ঘ সময় ধরে জামিন আর্জির শুনানি চলেছিল বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারকের এজলাসে। বৃহস্পতিবার ছিল রায়দান। সেখানেই ফের একবার পার্থর জামিন আর্জি খারিজ করলেন বিচারক।

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ধারণা ত্যাগ করার সময় এসেছে, বলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ধারণা ত্যাগ করার সময় এসেছে, বলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। পাকিস্তানের সঙ্গে সভ্যতাগত বিভাজনের বাস্তবতা মেনে নিতে ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের সাম্প্রতিক এক মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে কথাগুলি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা লিখেছেন, 'জেনারেল মুনির স্পষ্টভাবে আমাদের দুই রাষ্ট্রকে ধর্ম, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, চিন্তাভাবনা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে পৃথক করে এমন গভীর আদর্শিক ব্যবধান তুলে ধরেছেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের এই পুনর্ব্যক্তকরণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, কেন প্রথমে পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল - কারণ এই অমীমাংসিত পার্থক্য।'

ড. শর্মা জোর দিয়ে বলেন, 'এই পার্থক্যগুলি কেবল রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক নয় বরং সভ্যতার। সীমানা স্পষ্ট; আমাদের পথ ভিন্ন।' তিনি লিখেছেন, 'আমাদের এখন কর্তব্য হলো, আমাদের দেশকে শক্তিশালী করা, আমাদের ধর্মকে সমুন্নত রাখা এবং আমাদের সভ্যতার মূল্যবোধকে লালন করা। এর মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে আমাদের দেশের মর্যাদা এবং প্রভাব অতুলনীয় উচ্চতায় পৌঁছে যাবে।'

কারবি আংলঙের খটখটিতে হেরোইন সহ গ্রেফতার তিন পাচারকারী

কারবি আংলং (অসম), ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙের খটখটি এলাকাধীন কারাগাঁওয়ে সন্দেহজনক হেরোইন সহ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের যথাক্রমে নাগাল্যান্ডের মন জেলার বাসিন্দা হমফাইর পাইবাং কৈনাক, পাঠা কৈনাক এবং আকাই কৈনাক বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

কারবি আংলং জেলা পুলিশ সদর দফতরের এক আধিকারিক সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গোপন তথ্যর ভিত্তিতে ডিমাপুর (নাগাল্যান্ড) থেকে কারাগাঁও-এর দিক আগত তিন নাগা যুবককে আটক করে তাদের জেরা করেন পুলিশের অভিযানকারীরা। জেরার সূত্রে তাদের একটি ব্যাগ এবং পেন্টের পকেট থেকে চারটি সাবান কেসে ভরতি ৩৬.৬৬ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশে।

পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিন মাদক পাচারকারীকে থানায় এনে এডিপিএস-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে, জানা গেছে জেলা পুলিশ সূত্রে।

হেমন্তে নবান্নের বার্তা

নিমাই সাহা

হেমন্ত আসে ধীর পায়ে শিশির স্নাত শীতল পরশ আলতো গায়ে মেখে। হেমন্তের ফসল কাটাকে কেন্দ্র করেই সূচনা হয় নবান্ন উৎসব। ঋতুর রানী হেমন্তে নতুন ফসলের ম ম গন্ধে প্রকৃতিতে চলে আসে প্রশান্তির ভাব। ভোরের কুয়াশায় ফসলের মাঠে, গাছের পাতায়, ঘাসের ডগায় বিন্দু বিন্দু শিশির জমে। নতুন ধানের ম ম গন্ধে ফসলের মাঠে ওড়াউড়ি করে প্রজাপতি, ভ্রমর আর ঘাসফড়িংয়ের দল। হেমন্তে ফোটে ফুল শিউলি। দোলনচাঁপাও সুবাস ছড়ায় চারদিকে। হেমন্তের বৈচিত্র্য এখন অন্যরকম। ঋতুচক্রে বাংলায় কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস হেমন্তকাল। এখন সকালের মিষ্টি রোদ কুয়াশা চিরে অনেকটা ধরণীতে এসে পড়ে। ভোরের শিশির বিন্দু ও রোদের মিষ্টি তেজ নিয়ে আসে শীতের আমন্ত্রণ।

সবুজ ফসলের মাঠজুড়ে কাঁচাপাকা ধানের আভা ছড়িয়ে শুরু হয় অগ্রহায়ণ। হিমেল হাওয়ায় ভেসে আসা হেমন্ত সবুজ-হলুদ রঙে আমনের ম ম সুবাস ছড়িয়ে দিগন্তজোড়া আনন্দ আহ্বানে কৃষক পরিবারের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয় নতুন ফসলের বার্তা। আমাদের জাতীয় সংগীতে কবিগুরু যথার্থই বলেছেনঙ্ক 'ওমা অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কি দেখেছি/, ও মা কি দেখেছি মধুর হাসি...।' সত্যিই হেমন্তে অগ্রহায়ণ মাসের আগমন বাঙালি কৃষক পরিবারে যেন সেই বার্তাই দেয়। অগ্রহায়ণ মাসে মাঠজুড়ে ধান কাটার ধুম পড়ে। ফসল তোলার কাজে ব্যস্ত সময় কাটে কৃষক-কৃষাণীর। মানব সমাজে জীবিকার প্রয়োজনে কৃষিপ্রথা চালু হওয়ার পর থেকেই নবান্ন উৎসব পালন হয়ে আসছে। তখন থেকেই বিভিন্ন কৃষ্টি মেনে ঘরে ফসল তোলার আনন্দে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করা হতো। কৃষিজীবী সমাজে শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পালিত হয়, সেগুলোর অন্যতম নবান্ন।

কবিতার মতোই সুন্দর নবান্নের চিরায়ত এই বাংলার গ্রামীণ রূপ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'আজি হেমন্তের শান্ত ব্যাপ্ত চরাচরে জনশূন্য ক্ষেত্র মাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্ত প্রসার হয়েছে হেমন্তকাল। এক হেমন্তের দুটি রূপপল্ল ঋতুর শুরুতে মরা কার্তিকে অভাব আর ক্ষুধার হাহাকার। আবার শেষে অগ্রহায়ণে ধানের প্রাচুর্য। প্রকৃতিপ্রেমী কবি জীবনানন্দ দাশ যথার্থই বলেছেনঙ্ক 'শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপর বলা হয় নবান্নের ঋতু। অগ্রহায়ণ মাসে ফসলে মাঠে মাঠে কাঁচাপাকা অপরূপ দৃশ্য মন কাড়ে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের জাতীয় সংগীতে অঘ্রানের মোহমায়ার চিত্ররূপকেই উপস্থাপন করেছেন- 'ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা খেতে, (আমি) কি দেখেছি মধুর হাসি।...' অগ্রহায়ণের শেষ দিন পর্যন্ত বহাল

নবান্নের ঋতু হেমন্তকে ঘিরে কবি-সাহিত্যিকরা লিখেছেন গল্প, কবিতা আর গান। কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন- 'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরেল্প এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে/ হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে'। সত্যিই স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি।' আবহমান এই বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধি শুরু মা-মাটি-কৃষি থেকে। হেমন্ত নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর ঋতু। তাই বোধ হয় হেমন্তকে অনুভবের ঋতুও বলা হয়। আবার হেমন্তকে মৌন, শীতল বা অন্তর্মুখী ঋতুও বলা যায়। প্রকৃতির হিম হিম ভাব আর হাল্কা কুয়াশায় শীতের আগমন বার্তা নিয়ে জানিয়ে ১ কার্তিক থেকেই শুরু মাথা রেখে/ অলস গেঁয়োর মতো এইখানে-কার্তিকের ক্ষেতে; /মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার/ চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ/তাহার আস্বাদ পেয়ে পেকে ওঠে ধান'। কবির বর্ণনা যেন প্রকৃতির প্রতিচিত্র। কার্তিক আর অগ্রহায়ণ দুই মাস হেমন্তকাল। হেমন্তের অঘ্রানে কৃষকের ঘরে নতুন আমন ফসল ওঠে। এ কারণে হেমন্তকে থাকবে হেমন্তের আধিপত্য। হেমন্তের প্রকৃতি হিম হিম ভাব নিয়ে কুয়াশার শীতল আভা ছড়িয়ে দেয়। হেমন্ত হলো ষড়ঋতুর চতুর্থ ঋতু। শরৎকালের পর এই ঋতুর আগমন। শীতের আগাম আভাস দেয় বলে তাকে শীতের পূর্বাভাস ঋতুও বলা হয়। প্রকৃতির মায়ায় নানা রঙ-রূপের বৈচিত্র্য নিয়ে আগমন করে বলে গ্রাম-বাংলায় এই ঋতু উৎসবের ঋতু বলেও পরিচিত। প্রকৃতিতে শীতের আগমনী পূর্বাভাস পাওয়া যায় হেমন্তের শুরু থেকেই। কৃষকের কষ্টের সম্পদ ফসল তখন মাঠজুড়ে কাঁচাপাকা ধানের বর্ণিল অপরূপ সাজে কৃষকের মনে আনন্দের দোলা দেয়। এই শোভা দেখে কৃষকের মন নেচে ওঠে আনন্দে। বাড়ির আঙিনা-উঠোন পরিষ্কার করে সোনার ফসল ঘরে তোলার প্রস্তুতি নেয় কৃষক-কৃষাণীরা। হেমন্তের বাতাসে ভেসে বেড়ায় পাকা ধানের মিষ্টি ঘ্রাণ। বাড়ির আঙিনা নতুন ধানে ভরে ওঠে। কৃষকবধূ মনের আনন্দে ধান শুকায়। প্রতি ঘর থেকে ভেসে আসে ঢেঁকিতে ধান ভানার শব্দ। বাড়ির চারপাশে লাউ, শিম, মুলা, বেগুনসহ সবজিগাছগুলো সতেজতায় প্রাণজাগায় প্রকৃতির সবুজ অঙ্গনে। ভোরের হাল্কা কুয়াশার পরশ, সকালের সোনারোদ, দুপুরের ঝকঝকে উচ্ছল রদ্দুর, বিকেলে হিমেল আভা প্রকৃতির সবকিছুতে যেন আনন্দের নতুন বার্তা ভেসে বেড়ায়। এক সময় বাংলায় বছর শুরু হতো ধান উৎপাদনের ঋতু হেমন্ত দিয়ে। বর্ষার শেষ দিকে বোনা আমন-আউশ বেড়ে ওঠে শরতে। আর হেমন্তের প্রথম মাস কার্তিকে ধান পরিপক্ক হয়। এভাবেই হেমন্ত আসে কৃষকের দুয়ারে ফসলের হাসি নিয়ে। এ ঋতুতে গন্ধরাজ, মল্লিকা, শিউলি, কামিনী, হিমঝুরি, দেব কাঞ্চন, রাজ অশোক, ছাতিম, বকফুল ফুটে প্রকৃতিকে করে তোলে অনিন্দ্য রূপময়ী।

মরণ ফাঁদের অপর নাম অনলাইনজুয়া

ইন্দ্রজিৎ দে

অনলাইন জুয়ার খবর এখন মানুষের মুখে মুখে। খেলার মাঠ, রাস্তার মোড়, গাছের ছায়া, ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান, ভ্যানগাড়িতে বসে অবাধে চলছে অনলাইন জুয়া। জুয়ার নেশা মানুষকে শেষ করে দেয়, তানতুন কিছু নয়। ছাত্র-যুবসমাজের ভবিষ্যৎ আজ হুমকির মুখে। ছাত্র-তরুণদের মধ্যে অনলাইন জুয়ায় আসক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ভয়াবহ ভাবে। অনেকে কৌতূহলবশত জুয়ার ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে হয়ে যাচ্ছে জুয়ায় আসক্ত।

মা-বাবার সান্নিধ্য, স্কুল-কলেজের পড়ালেখা, ব্যবসায়বাণিজ্য, চাকরি কিছুই জুয়া-আসক্তদের ধরে রাখতে পারছে না। সন্তানরা মা-বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে, নানা অজুহাতে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য তার সবকিছুই করছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মনোযোগ নেই, পারিবারিক অজুহাত দেখিয়ে স্কুলকলেজ ও কোচিং সেন্টারে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত, জুয়ায় টাকা খুইয়ে মানুষিক অশান্তি, খাওয়াদাওয়া, পড়ালেখায় মন নেই, সব সময় মাথায় ঘোরে জুয়ার লাভ-লোকসানের হিসাব। অনেক পরিবারে এখন চাপাকান্না ও ক্ষোভ, প্রকাশ করতে পারে না বাইরে। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে অভিভাবকরা হতাশ। খেটে খাওয়া মানুষগুলো সারা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে কিছু আয় করে জুয়ার আসরে সর্বস্বান্ত হয়ে খালি হাতে খিটখিটে মেজাজ নিয়ে ফিরে আসে পরিবারের কাছে। দেখা দেয় পারিবারিক কলহ, অশান্তি, ঝগড়া-বিবাদ। দেশ ডিজিটাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধপ্রবণতাও ধরন বদলিয়ে হয়েছে ডিজিটাল।

মানুষ খুঁজে পাচ্ছে নিত্যনতুন জুয়ার আসর। সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষার্থী, যুবসমাজ, কর্মজীবী ও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের যোগাযোগমাধ্যম। বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের প্রায় সবাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত। ফলে সামাজিক

জুয়া খেলা ঘরের কোনা, জুয়ার বোর্ড, ক্যাসিনো বা জুয়া খেলার ঘর ছাড়িয়ে এখন চলে এসেছে মানুষের ঘরে ঘরে, হাতের মুঠোয়। জুয়া খেলা এখন আর পেশাদার জুয়াড়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে। ছড়িয়ে পড়েছে ফুটবল, ক্রিকেট, লুডু, ক্যারামসহ প্রায় সব ধরনের খেলাধুলায়। দেশে তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতে এখন স্মার্ট মোবাইল ফোন। দেশের মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো বাণিজ্যের সুবিধার জন্য মোবাইল ফোনে দিচ্ছে ছোট বড় প্যাকেজ আকারে ইন্টারনেট সুবিধা, যা সব শ্রেণির মানুষের সাধ্যের মধ্যে। এতসব সুবিধা অনলাইন জুয়াকে করেছে সহজ থেকে সহজতর। অনলাইন জুয়ায় বড় ভূমিকা রাখছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে টার্গেট করে বিভিন্ন জুয়াভিত্তিক সাইটগুলো প্রতিনিয়ত তাদের লোভনীয় বিজ্ঞাপন প্রচার করে যাচ্ছে।

"গেম খেলে আয় করুন"-এমন হাজার হাজার টাকার বিজ্ঞাপন বারবার অনলাইনে প্রচার করা হয়। বিনা পরিশ্রমে লাখোপতি হওয়া যাবে, এমন বিজ্ঞাপনের লোভে পড়ে যাচ্ছে যুবসমাজ। অনলাইনে থাকলে অপ্রত্যাশিত ভাবে জুয়ার বিজ্ঞাপন সামনে চলে আসছে, বুঝে হোক, না বুঝে হোক বা কৌতূহলী হয়ে সেই বিজ্ঞাপন দেখে প্রবেশ করে জুয়ার আসরে। তরুণরাই তাদের মূল টার্গেট, একবার শুরু হলে আর ফেরার পথ নেই। জুয়ার বিজ্ঞাপনে অভিনয় করতে দেখা যায় বিভিন্ন কনটেন্ট ক্রিয়েটরসহ জনপ্রিয় ব্যক্তিদের।অনলাইন জুয়া সাইটে টাকা লেনদেনে সুবিধা অনেক বেশি, বাংলাদেশের বিভিন্ন মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা। ফলে জুয়া সাইটে টাকা বিনিয়োগ ও উত্তোলন অনেক সহজ। খুব সহজেই লেনদেন সম্পন্ন করা যায়। অনলাইন জুয়ায় বিভিন্ন গেমস, ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ফুটবল বিশ্বকাপসহ নানা বড় ইভেন্ট সামনে এলে জুয়ার কারবার জমজমাট হয়ে ওঠে। অধিকাংশ সাইটই পরিচালিত হয় দেশের বাইরে থেকে। মূলত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে মেন্টরের অধীনে ভারত, দুবাই, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম থেকে ক্যাসিনো গেম পরিচালিত হয়। এক মেন্টরের অধীনে কয়েক হাজার প্লেয়ার অংশ নেয়। এসব মেন্টর মূলত অংশগ্রহণকারীদের আস্থা সৃষ্টির জন্য লাইভ স্ট্রিমিং গেম পরিচালনা করে থাকে। এ সুযোগে জুয়ায় বিনিয়োগ থেকে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা পাচার হয়ে চলে যাচ্ছে বিদেশে।

ফলে একদিকে যেমন সর্বস্বান্ত হচ্ছে তরুণসমাজ, অন্যদিকে টাকা বিদেশে পাচার হওয়ায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে দেশের অর্থনীতিতে। জুয়ায় সর্বস্বান্ত হয়ে অনেক তরুণের মধ্যে দেখা দিচ্ছে মাদকাসক্তির প্রবণতা। চিকিৎসকদের মতে, সবার আগে পরিবারকে সচেতন হতে হবে। জুয়ায় আসক্ত শিশু-কিশোররা পড়ালেখায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে, সামাজিকভাবে এরা বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। মেজাজ দেখাতে শুরু করে। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আর সবকিছুই করে আসক্তিমেটাতে, টাকার প্রয়োজনে।

জুয়ায় আসক্তদের ফেরাতে প্রতিরোধ গুরুত্বপূর্ণ। জুয়ার সাইটগুলো বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কঠোর অবস্থান নিতে হবে সরকারকে। পরিবারে থাকা কম্পিউটার-মোবাইল ফিল্টারিং করতে হবে। বাবা-মায়ের খেয়াল রাখতে হবে, সন্তান কী করছে। আর আসক্তদের শারীরিক, মানসিক নিরযাতন না করে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে হবে স্বাভাবিক জীবনে। অনলাইন জুয়ায় আসক্ত শিশুদের মনশ্চিকিৎসা নেওয়ার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তাদের এই মানসিক অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনতে বাবা-ছুটছেন মনশ্চিকিৎসকদের কাছে, অনেকেই সুফল ও পাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা। বিটিআরসি জাতীয় নিরাপত্তা আইন, ২০২৩-এর ৮ ধারা অনুযায়ী প্রতিনিয়ত চোখে পরামাত্র অনলাইন বেটিং সাইটগুলো বন্ধ করে যাচ্ছে। দেশে অনলাইন জুয়া খেলার সাইট পরিচালনার অনুমোদন নেই। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কিংবা কোনো সংস্থা থেকে কোনো সাইট বন্ধের জন্য সুপারিশ করলে সেগুলো দেশ থেকে ব্লক করে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বিজ্ঞাপন বন্ধের জন্য গুগল, ফেসবুক, ইউটিউবকে অনুরোধ করা হচ্ছে। তার পরও বন্ধ হচ্ছে না অনলাইন জুয়া খেলা, এজন্য প্রয়োজন পরিবারের কঠোর নজরদারি এবং সামাজিক প্রতিরোধ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে প্রয়াত বরিষ্ঠ নেতা নির্মল চন্দ্র দাসের মৃতদেহে মাল্যদান করেন কংগ্রেস নেতৃবর্গরা।

হিংসা বিধ্বস্ত ভাঙড়ে গ্রেফতার ১৯, উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনে মনোজ কুমার

ভাঙড়, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): সম্প্রতি ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলাকালীন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে। বৃহস্পতিবার ভাঙড়ের হিংসা উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার বর্মা। সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারাও। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার বর্মা বলেছেন, 'কিছু জনতা এখানে এসে পাথর ছুঁড়ে পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, সিসিটিভি ক্যামেরা থেকে পাওয়া প্রমাণের ভিত্তিতে, ১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও তদন্ত চলছে।'

শ্রীভূমিতে ২মে পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে এন আই অ্যাক্টে সরকারি ছুটি

শ্রীভূমি (অসম) ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : শ্রীভূমি জেলায় ২মে পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই উপলক্ষে এক আদেশনামার মাধ্যমে ওইদিন রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন বিভাগ থেকে এন আই অ্যাক্টে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। আদেশে শ্রীভূমি জেলায় ভোটগ্রহণের দিন অর্থাৎ ২মে পঞ্চায়েত নির্বাচন এলাকায় অবস্থিত এলাকা যেখানে ভোট গ্রহণ করা হবে, ওই এলাকার সব সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান ইত্যাদি এন আই অ্যাক্টে বন্ধ থাকবে।

আন্দোলন জিইয়ে রাখা নিয়ে বিভক্ত কাজহারা এসএসসি শিক্ষকরা

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার বেঞ্চের নির্দেশের পরে কাজহারা শিক্ষকদের একাংশ রাজ্যের আর্জি মেনে আন্দোলন থেকে সরে শিক্ষকতায় ফেরায় আগ্রহী। অপর অংশ চাইছেন আন্দোলন জিইয়ে রাখতে। এমনই অভিমত উঠে আসছে আন্দোলনরত শিক্ষকদের একাংশের থেকে।

আন্দোলনরত শিক্ষকদের কারও কারও বক্তব্য, এই সমস্যার একটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধান প্রয়োজন, যাতে তাঁরা ৬০ বছর বয়স পর্যন্তই সসম্মানে স্কুলে শিক্ষকতা করতে পারেন। তাঁরা চাইছেন আন্দোলন জিইয়ে রাখতে।

এই মতামত শেষ পর্যন্ত 'সর্বসম্মত' হবে কি না, তা বলার সময় এখনও আসেনি। আন্দোলনকারীরা জানাচ্ছেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

এসএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেও চূড়ান্ত হতাশার কথা মীনাক্ষীর মুখে

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): 'আমরা চূড়ান্ত হতাশ।' বৃহস্পতিবার এসএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে বললেন বাম যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

সল্ট লেকে স্কুল সার্ভিস কমিশন অফিস আচার্য সদনে এ দিন এসএসসি চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয় এসএফআই, ডিওয়াইএফআই, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ও সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠনের প্রতিনিধি দল। যার মধ্যে ছিলেন ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

যোগ্য শিক্ষকদের পুনরায় বহাল এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে এসএসসি ভবন অভিযান করে বামেরা।

পুলিশ মিছিলে বাধা দিলে সঙ্গে সঙ্গে হাতাহাতি, ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বাম কর্মী-সমর্থকরা। সব মিলিয়ে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয় করুণাময়ী চত্বর। রাস্তাতেই বসে পড়েন বাম সমর্থকরা। শুরু হয় স্লোগান, বিক্ষোভ।

এবিটিএ এবং ডিওয়াইএফআই কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ, পূর্ব ঘোষিত মিছিল ছিল। তবে মিছিল শুরুর সময়ে কোনও ব্যারিকেড ছিল না। জমায়েত দেখে ব্যারিকেড দেয় পুলিশ। তবে বামেদের আটকানো যায়নি। ব্যারিকেড টপকে মিছিল এগোতে শুরু করে।

দলের আপত্তি কি বাধ সাধতে পারে দিলীপের বিবাহ-অনুষ্ঠান, প্রশ্ন কুণালের

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): শাসক শিবিরকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়েন না। চোখা চোখা ভাষায় সবসময় আক্রমণ শানান। সেই 'রাফ অ্যান্ড টাফ' দিলীপ ঘোষই নাকি ভাসছেন প্রেমের জোয়ারে। রাত পোহালে নাকি ঘরোয়া পরিবেশে কলকাতায় হবে তাঁর ঘর বাঁধার অনুষ্ঠান। কিন্তু এ নিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েও 'দলের আপত্তি'-র কথা লিখলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

প্রজাপতির ছোঁয়ায় এবার রঙিন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি। মন দেওয়া নেওয়ার পর সংসার পাততে চলেছেন দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার কুণাল এ ব্যাপারে লিখেছেন, "সূত্রের খবর: আগামীকাল কি রাজ্যের কোনো সিনিয়র বিজেপি অবিবাহিত নেতার বিয়ে? রেজিস্ট্রি হচ্ছে? পাত্রী বিজেপিরই কর্মী? পার্টির একাংশ কি নেতাকে বারণ করছেন? যাই হোক, তিনি পার্টির মতামত উড়িয়ে দিয়ে কি নিজের সিদ্ধান্ত রাখবেন? যদি কাল বিয়েটা হয়, শুভেচ্ছা থাকল। যদি পার্টির বারণ মেনে নেন, তাহলে আলাদা কথা।"

এর কিছুক্ষণ বাদে কুণাল এক্সবার্তায় লেখেন, "দিলীপ ঘোষকে ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা। এর মধ্যে রাজনীতি খুঁজবেন না।"

অনুমোদিত রাস্তা নয়, পিচ পড়ল কংক্রিটের ওপর, কাঁকসায় রাস্তা নির্মাণে অনিয়মে ক্ষোভ

দুর্গাপুর, ১৭ এপ্রিল(হি.স.): পথশ্রী প্রকল্পে তৈরি কংক্রিটের রাস্তার ওপর পিচ ঢালাই। অথচ অনুমোদিত বেহাল রাস্তায় কাজ হয়নি। এমনই অভিযোগে সরব কাঁকসার বনকাটি গ্রামের বাসিন্দারা ও বিজেপি। প্রায় ২.৯ কিমি দীর্ঘ অযোধ্যা বাগানপাড়া থেকে জামডোবা পর্যন্ত রাস্তার পিচ ঢালাইয়ের অনুমোদন মেলে বছর দুয়েক আগে। সম্প্রতি কাজ শুরু হলেও ৪০০ মিটার বাদ পড়ে। স্থানীয়দের দাবি, জমি সমস্যা দেখিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে কাজ হয়নি।

বিজেপির অভিযোগ, প্রকল্পের বাইরে থাকা কংক্রিট রাস্তায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে পিচ ঢালাই করে দুর্নীতি লুকোনো হয়েছে। লিখিত অভিযোগও জানিয়েছে দলটি। যদিও ঠিকাদার সুব্রত মহাপাত্র এবং ডব্লুউবিএসআরডিএ-র ইঞ্জিনিয়ার সব্যসাচী ওঝা দাবি করেছেন, অনুমতি নিয়েই কাজ হয়েছে এবং জমি বিতর্কিত হওয়ায় কিছু অংশে কাজ হয়নি। তবে এলাকাবাসী এসব যুক্তিতে সন্তুষ্ট নন। নিরপেক্ষ তদন্ত ও অবিলম্বে অবশিষ্ট কাজের দাবিতে তাঁরা সরব হয়েছেন।

শ্রীভূমিতে শনি ও রবিবার ভোটকর্মীদের প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ

শ্রীভূমি (অসম) ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আগামী শনি ও রবিবার অর্থাৎ ১৯ ও ২০ এপ্রিল শ্রীভূমি জেলার ভোটকর্মীদের প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হবে। দুদিনই দুই শিফে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হবে। প্রথম শিফে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় শিফে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে দুপুর ১টা ৩০মিনিট থেকে বিকাল ৪টা ৩০মিনিট পর্যন্ত। প্রথম শিফে প্রশিক্ষণ হবে প্রিসাইডিং অফিসার ও ফার্স্ট পোলিং অফিসারদের। আর দ্বিতীয় শিফে প্রশিক্ষণ হবে সেকেন্ড ও থার্ড পোলিও অফিসারদের। ওই দুদিন শ্রীভূমি রাজস্ব চক্রের রবীন্দ্রসদন গার্লস কলেজের চারটি কক্ষে, গভর্নমেন্ট হায়ার সেকন্ডারি স্কুলের চারটি কক্ষে, এমএমএমসি গার্লস হায়ার সেকন্ডারি স্কুলের চারটি কক্ষে ও পাবলিক হায়ার সেকন্ডারি স্কুলের চারটি কক্ষে প্রশিক্ষণপর্ব সম্পন্ন হবে। পাশাপাশি একই সময়কালে নিলামবাজার রাজস্ব চক্রের নিলামবাজার কলেজের পাঁচটি কক্ষে ও জাফরগড় এক্সটেনডেড হায়ার সেকন্ডারি স্কুলের পাঁচটি কক্ষে, পাথারকান্দি রাজস্ব চক্রের মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পাঁচটি কক্ষে ও প্রেমময়ী সিনিয়র বেসিক স্কুলের চারটি কক্ষে এবং রামকৃষ্ণনগর রাজস্ব চক্রের নারায়ণনাথ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পাঁচটি কক্ষে ও রামকৃষ্ণনগর কলেজের চারটি কক্ষে প্রশিক্ষণপর্ব অনুষ্ঠিত হবে। এতে যথাসময়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে সকল প্রিসাইডিং অফিসার সহ, ফার্স, সেকেন্ড ও থার্ড পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য শ্রীভূমি জেলার পঞ্চায়েত নির্বাচনের পার্সনেল সেল থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মাটির ঘরে আগুন, পুড়ে মৃত্যু দুই ভাই-বোনের

উদয়পুর, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার রাতে রাজস্থানের উদয়পুরের দুই নাবালক ভাই-বোনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , পাতিয়া থানার ছাতরি এলাকায় বুধবার রাতে মাটির ঘরে আগুন লাগে। প্রভুলাল গামেটি ও তাঁর স্ত্রী ৪ সন্তানদের মধ্যে দু'জনকে উদ্ধার করতে পারলেও জিনল (১৪) ও সিদ্ধার্থ (৮) ভিতরে আটকে পড়ে পুড়ে মারা যায়। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে পড়ার কারণে আগুন লাগে। আগুনে দম্পতিও আংশিকভাবে আহত হন। বর্তমানে হাসপাতালে তারা চিকিৎসাধীন। শিশুদের মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠান পুলিশ।

দার্জিলিং এর লিজেন্ডারি স্টিম লোকোমোটিভ পরিষেবার ১২৫ বছর পূর্ণ

গুয়াহাটি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ রেলওয়ে ঐতিহ্যের প্রতি একটি উল্লেখনীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) আজ লিজেন্ডারি বি ক্লাস স্টিম লোকোমোটিভ নং. ৭৮২বি-এর নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবার ১২৫তম বছর উদযাপন করেছে। রেলওয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় ড. সি.এম. রমেশ এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব দ্বারা ভারতের সর্বোচ্চ রেলওয়ে স্টেশন, আইকনিক ঘুম রেলওয়ে স্টেশন থেকে একটি বিশেষ ঐতিহ্যবাহী স্টিম ট্রেনকে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা নাড়িয়ে শুভ সূচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানটি ইতিহাস, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সংস্কৃতির একটি প্রাণবন্ত উদযাপন ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে সাংসদ এবং রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকের পাশাপাশি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ঘুম স্টেশনে একত্রিত হন। দার্জিলিং-এর পাহাড়ি এলাকার ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত এবং লোকনৃত্য সমন্বিত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কার্যক্রমটি একটি উৎসবে পরিণত করে।

স্মারক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যরা ঘুমের রেলওয়ে সংগ্রাহলয় পরিদর্শন করেন, যেখানে তাদের দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে দ্বারা বর্তমানের পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণ প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবগত করা হয়। কমিটি এই ইউনেস্কো ওয়ার্ল হেরিটেজ সাইটটি সংরক্ষণে জড়িত উৎসর্গ এবং কারুকার্যের প্রশংসা করেছে।

শার্প, স্টুয়ার্ট অ্যান্ড কোং দ্বারা ১৯০০ সালে নির্মিত বি ক্লাস লোকোমোটিভ নং. ৭৮২বি, পূর্ব হিমালয়ের ন্যারো-গেজ ট্র্যাকে যাত্রা করে চলেছে। ১২৫ বছরের নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবার সাথে, লোকোমোটিভটি ব্রিটিশ যুগের রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভারতীয় রেলওয়ের স্থায়ী উত্তরাধিকারের জীবন্ত প্রতীক।

এই ঐতিহাসিক সাফল্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার সাথে সাথে এর সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে।

অন্ডাল বিমানবন্দরে কার্তুজ—সহ ধৃত ১

দুর্গাপুর, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : চেকিংয়ের সময় কার্তুজসহ এক যাত্রী ধরা পড়লেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ধৃতকে বৃহস্পতিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মুক্তেশ্বর মিশ্র। তিনি ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের হিন্দুস্থান প্রেস রোড এলাকার বাসিন্দা। বুধবার দুপুরে কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর থেকে দিল্লি যাওয়ার জন্য তিনি বিমানবন্দরে আসেন। চেকিংয়ের সময় তাঁর গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সিআইএসএফ-এর তরফে তাঁকে আটক করা হয়। এরপর দেহ তল্লাশিতে পাওয়া যায় একটি কার্তুজ। সঙ্গে সঙ্গে অন্ডাল থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানিয়েছেন , এ বিষয়ে এখনও তদন্ত চলছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে আদালতে। উল্লেখ্য, এর আগেও অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ যাত্রী আটক হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গত বছর, ২০২৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর, মুম্বই যাওয়ার আগে দু'জন যাত্রীর ব্যাগ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। ধৃতরা ছিলেন বীরভূম জেলার সিউড়ি থানার সাজানো পল্লি এলাকার বাসিন্দা। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের কার্তুজসহ যাত্রী ধরা পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা এবং যাত্রীদের উদ্দেশ্য।

গুজরাটের পাটানে বাস ও অটোর সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত্যু ৬ জনের

পাটান, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): গুজরাটের পাটানে অটোর সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাটানের সামি-রাধনপুর মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহতও হয়েছেন। পাটান জেলার সামি গ্রামের কাছে সকাল ১১.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাজ্য সড়ক পরিবহনের বাসটি হিম্মতনগর থেকে কচ্ছের দিকে যাচ্ছিল, যখন বিপরীত দিক থেকে তিন চাকার অটোটি আসছিল, পাটান জেলার পুলিশ সুপার ভি কে নাই এমনটাই জানিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, অটোরিক্সায় থাকা ৬ জনই ঘটনাস্থলেই মারা যান, যাদের মধ্যে চালকও ছিলেন। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে, অটোর ছিন্নভিন্ন অংশ বাসের নিচে আটকে যায়।

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bonafide Suppliers/Manufacturers/ Firms for supply of Miscellaneous Store articles including Sports articles, Electrical / Electronic goods, Plumbing and Masonry equipments etc. for use of the Procurement & other allied Units/ persons, residential quarters of police families, A.D. Nagar, Agartala etc.

2. A Copy of "Notice Inviting Tender" may be obtained free of cost from the office of the undersigned on any working day during office hours from 23 -04-2025 to 30-04-2025. The date & time of closing of the Tender is at 1600 hours on 16 -05-2025.

ICA/C-199/25

Supdt. of Police (Procurement), Tripura Agartala

রাজস্থানে পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই বাইক আরোহী

পালি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার গভীর রাতে রাজস্থানে এক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে পালি জেলার অন্তর্গত রূপাবাস গ্রাম সংলগ্ন এলাকায়। এদিন রাতে চলন্ত বাইকের সঙ্গে এক গরুর ধাক্কায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এক দম্পতি। মৃতদের নাম গোপাল মীনা (৩০) ও তাঁর স্ত্রী কবিতা (২৫)।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, দুর্ঘটনার পর দু'জনকে পালির বাঙ্গার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসক গোপালকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় কবিতাকে যোধপুরে স্থানান্তর করা হলেও, রাতেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপাল পেশায় একজন কৃষক ছিলেন। প্রায়ই তাঁরা পলিতে আত্মীয়দের বাড়িতে আসতেন।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, PW DIV-II, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, Invites Online Percentage rate bids, on Open Bidding format for following work (S):-

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Last time and date of Submission	Time for Completion
1	Contruction of drain RCC Slab and paver block road from the H.O Nirmal Das to H.O Niraj Dasgupta at Kalitilla under Ward No 37 AMC DNIeT No:02/EE/DIV-III/AMC/ 2025-26	14,26,339.00	28,527.00	28/04/2025 At 15.00 Hrs	90 Days
	Construction of brick soling road starting from H.O Manaranjan Laskar to Amrit Das at Dinadayal Ashram para under Ward No 37 AMC DNIeT No:03/EE/DIV-III/AMC/ 2025-26	16,59,582.00	33,192.00	28/04/2025 At 15.00 Hrs	90 Days
	Construction of RCC single Storied Community hall near Beltali Anandamayee Kali Bari at A.D Nagar A.D Nagar Road No 09 Under Ward No 39 AMC DNIeT No:04/EE/DIV-III/	55,76,835.00	1,11,537.00	28/04/2025 At 15.00 Hrs	90 Days

Time and Date of Opening of Bid, If Possible 30/04/2025.
Bid forms and other Details can be obtained from website https:/tripuratenders.gov.in

(Er. J. Chakraborty)
Executive Engineer
PW Division-III,
Agartala Municipal Corporation.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

The Chief Executive Officer, Kumarghat Municipal Council, Unakoti Tripura, invites on behalf of the Chairperson sealed quotation from Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and Firms/Agencies/vendors for supply and installation of Conferencing system and peripheral at Kumarghat Municipal Council office.

Sl. No.	Item description	Qty	Earnest Money	Last date & time for submission of Quotation	Time and date of opening of Quotation	Place of sale of tender documents
1	Supply, Installation, Testing and Commissioning of branded Chairman Unit microphone	1 No.	Rs. 5,000/-	AT 15.30 Hours on 23/04/2025	AT 15.30 Hours on 23/04/2025 (If possible)	Office of The Kumarghat Municipal Council, Kumarghat, Unakoti, Tripura
2	Supply, Installation, Testing and Commissioning of branded Delegate Unit microphone	12 Nos.				
3	Supply, Installation, Testing and Commissioning of branded Central Amplifier	1 No.				
4	Supply, Installation, Testing and Commissioning of branded Wall speaker	4 Nos.				
5	Supply, Installation, Testing and Commissioning of branded amplifier	1 No.				
6	Supply, Installation, Testing and Commissioning of 1.00 mm branded speaker cable	1 Coil				
7.	Supply, Installation, Testing and Commissioning of branded conference connection cable	2 Coil				
8.	Installation and training	Lot				

For details please contact office of the Kumarghat Municipal Council during office hours on all working days.
ICA/C/205/25

Sd/- eligible
Dy. Chief Executive Officer
Kumarghat Municipal Council Kumarghat,
Unakoti, Tripura

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha Abhiyan, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 02/05/2025 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of Teachers Quarter at Laxmichara R.K H.S School Under Dukli RD Block of West Tripura District for the year 2024-25 under Higher Secondary Level DNIeT No:- 01/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 PNIeT No:- 01/EE/Engg.Cell/Samagra/2025-26	Rs. 44,50,000.00	Rs.89000.00	240 days	Up to 3PM 02/05/2025	03/05/2025 Hrs on 11.00 AM	Https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details Documents for the works https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C-192/25

(Er.B Ch. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

কোন সময় ফল খাওয়া উচিত কখন ফল খাওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর

খাবার অন্তত এক ঘণ্টা পর ফল খাওয়া উচিত। কারণ খাওয়ার পরেই ফল খেলে খাবারের আগে ফল হজম হয়ে যায়। ফলের পুষ্টিগুণ শরীরে দ্রুত পৌঁছে যায় এবং খাবারের অনেক পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হয় না।

অন্যদিকে, রাতে ঘুমানোর আগে ফল খাওয়ার সবচাইতে খারাপ সময়। কারণ ঘুমানোর আগে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে ঘুম আসবে না। এমনকি রাতের খাবারটাও ঘুমানোর কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত। অন্যথায় বদহজম দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও অন্যান্য খাবার খাওয়ার পরপরই ফল খাওয়ার মাঝখানে কমপক্ষে এক ঘণ্টার ব্যবধান রাখা উচিত। কারণ এক্ষেত্রেও বদহজম হতে পারে এবং ফলের পুরোপুরি পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হবে না। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগিদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান হওয়া উচিত অন্যান্য খাবার খাওয়ার আগে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা।

আর অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ফল খেলে হজম পদ্ধতি ধীর করে দেয়। অর্থাত ফল দীর্ঘসময় পাকস্থলিতে থেকে যায়। যা ফলটির ''ফার্মেন্টেশন''র দিকে নিয়ে যেতে পারে। আঁশ বেশি থাকায় ফল এমনিতেই হজম হতে সময় লাগে। অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তা আরও ধীরে হজম হয়।

ফলের সর্বোচ্চ পুষ্টি গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ফল খাওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনে একবাটি তাজা ফল আপনাকে সুস্থ রাখবে। তবে তা খেতে হবে সূর্যাস্তের আগেই। এছাড়াও সূর্যাস্তের পর আমাদের বিপাক ধীর হয়ে যায় এবং কার্বস হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে।

খাবারের সঙ্গেও ফল যোগ করা উচিত নয় বা খাবারের পরপরই খাওয়া উচিত নয়। খাবার এবং ফল খাওয়ার মাঝে অন্তত দুই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। বেশিরভাগ ফলই কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ। দ্রুত শক্তির একটি দুর্দান্ত উতস হচ্ছে ফল, তবে এটি রক্তে শর্করার মাত্রাও বাড়িয়ে তোলে। রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে এটি ঘুমকে ব্যাহত করতে পারে।

চুলের দুর্গন্ধ কিভাবে সুগন্ধে রূপান্তরিত করবেন

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিশেষ অংশ চুল। শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত চুল আমরা কেউই পছন্দ করি না। চুলে দুর্গন্ধ হলে তা অনেক সময় বিরক্তির কারণও হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় কি? আপনারো যদি একই প্রশ্ন থাকে তবে এ প্রতিবেদনটি আপনাকে সাহায্য করবে। চুলের জন্য সুগন্ধযুক্ত বিশেষ সিরাম ও শ্যাম্পু তৈরি করা যায়। এগুলো খুব সহজেই আপনি চাইলে বাসায় তৈরি করতে পারেন। এই চুলের সুগন্ধি বানানো খুব সহজ ও সাশ্রয়ীর পাশাপাশি পুষ্টিকর এবং বিষমুক্তও।

একটি কাচের বাটিতে, ১ টেবিল চামচ ভেষজ তেল নিন। এর সঙ্গে ১০-১২ ফেঁটা প্রয়োজনীয় সুগন্ধি তেল যোগ করুন। পছন্দমতো ল্যাভেন্ডার বা জুঁই ফুলের সুগন্ধি দিতে পারেন। এর পর এর সঙ্গে আধা কাপ পরিশোধিত গোলাপ জল মেশান। ভালোভাবে নাড়ুন এবং একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে রাখুন। বাইরে বেরোনোর আগে বা যখনই আপনার মনে হবে 'আপনার চুলে সুগন্ধ ও চমক প্রয়োজন, এটি স্প্রে করুন।

ভেষজ তেল চুলকে ময়েশ্চারাইজ এবং পুষ্ট করে, পাশাপাশি চুলের আগা ফাটা প্রতিরোধ করে। শুধু তাই নয়, এতে থাকা সুগন্ধি তেল চুলের দুর্গন্ধ দূর করে ও চুল পুনর্জীবিত করতে সহায়তা করে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে সুগন্ধি ছড়িয়ে নিলে এটি ভাল ঘুমের আমেজ তৈরিতেও সহায়তা করে। অন্যদিকে গোলাপ জল মাথার ত্বকের শুষ্কতার সঙ্গে খুশকি এবং চুলকানি কমায়।

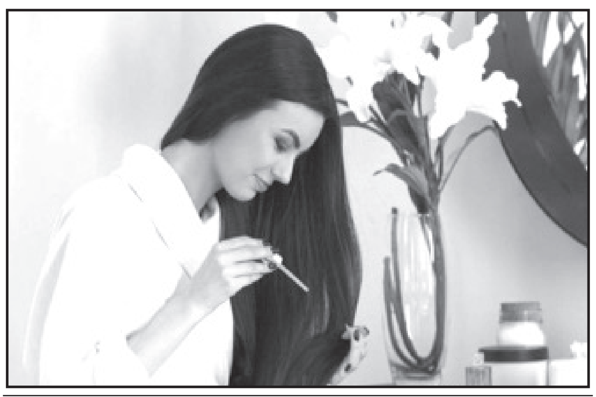

গুড় খাওয়ার ফলে যে উপকার গুলি পাবেন জেনেনিন

সারা দিনের নানা কাজকর্মের শেষে অনেক সময় শরীরে আর শক্তি থাকে না। অসম্ভব ক্লান্ত আর অবসন্ন লাগে সারাদিন। এমন অবস্থায় হাতের কাছে একটি পানীয় হতে পারে আপনার সকল ক্লান্তির চিকিতসা। হালকা গরম পানিতে গুড় মিশিয়ে খেলেই দূর হবে সব ক্লান্তি।

গুড়ে কার্বোহাইড্রেট আছে, তাই এটি শরীরে তাতক্ষণিক এনার্জি জোগাতে সক্ষম হয়। শুধু এনার্জির জোগান দেওয়া নয়, গুড় শরীরের পক্ষে নানা দিক দিয়েই ভালো। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও গুড়ের নানা উপযোগিতার কথা বলা আছে। ওষুধের উপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রাকৃতিক ভাবে সুস্থ থাকতে হলে গুড়ই যথেষ্ট। তবে রিফাইন করা চিনির চেয়ে আখ বা খেজুরের রস দিয়ে তৈরি গুড় স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক ভালো। এনার্জির জোগান দেওয়া ছাড়া গুড় জল আর কি কি করে উপকার করে শরীরের, সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

মেটাবলিজম ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় :

ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি ১, বি ৬ ও ভিটামিন সি দ্বারা পরিপূর্ণ হল গুড়। এছাড়াও এতে আছে জিঙ্ক, সেলেনিয়াম ইত্যাদির মতো খনিজ। তাই সকালে বা রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে গুড় জল পান তা মেটাবলিজম বাড়িয়ে দেয় আর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও দৃঢ় করে।

ওজন কমায় : বেশিরভাগ সময়ই আমরা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বলি যে মিষ্টি খেলেই ওজন বাড়ে। কিন্তু মিষ্টি খেলেও যে ওজন কমে, এটা কী ভাবে সম্ভব? গুড়ের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব। গুড়ে পটাসিয়াম আছে বলে এটি শরীরে ইলেকট্রোলাইট সমতা বজায় রাখে। তাই জল ধরে রাখার ক্ষমতা অনেকটাই কমে যায় আর বাড়তি মেদও কমে। পেশি গঠনেও সাহায্য করে গুড়। শরীর সুস্থ রাখে : গুড় প্রাকৃতিকভাবে লিভার পরিস্রুত করে এবং রক্তও পরিষ্কার করে। নিয়মিত গুড় খেলে ত্বকের উজ্জলতা বাড়বে এবং শরীর টক্সিনমুক্ত হবে।

ঘুমের ওষুধ খেয়েও চোখে ঘুম নেই? ওষুধ ছাড়াই ঘুম আসবে যেভাবে জানুন

সমস্যার নাম ঘুমের অসুখ। আক্রান্তের হিসেব শুনলে আঁতকে ওঠার কথা! শিশু থেকে বয়স্ক, বিশ্বে শতকরা প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ ঘুমের অসুখে আক্রান্ত। সারাদিন পরিশ্রমের পরেও রাতে ঘুম না আসার সমস্যা নতুন নয়। এপাশ ওপাশ করতে করতেই রাত শেষ হয় অনেকের। এমন সমস্যা কি আপনারও? ঘুমের ওষুধ খেতে হচ্ছে প্রায়ই? কিন্তু জানেন কি, ঘুমাতে যাওয়ার আগে যদি মানেন সহজ কিছু নিয়ম, তাতেই ঘুম হবে গাঢ়।

১. পা ভিজে রেখে ঘুমতে যাবেন না। চিকিতসকদের মতে, শরীরের তাপমাত্রার একাংশ নিয়ন্ত্রণ করে পা। তাই পা ভেজা থাকলে শরীরের তাপমাত্রায় ভারসাম্য থাকে না। কাজেই ভাল করে পা মুছে, শুকনা পায়ে উঠুন বিছানায়।

২. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়ার চেষ্টা করুন। ফোন থেকে দূরে থাকুন। ঘুমের সবচেয়ে ব্যাঘাত ঘটায় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। তাই ঘুমাতে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে গ্রুপ চ্যাট, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

৩. রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ল্যাপটপ বা মোবাইলে ওয়েব সিরিজ-ছবি না দেখে, বরং কিছুক্ষণ বই পড়ুন। বই পড়লে মাথা শান্ত হয়। ফলে নিমেষেই ঘুম আসে। খবরের কাগজও পড়তে পারেন।

৪. ঘুমাতে যাওয়ার দু-ঘণ্টা আগে সারুন রাতের খাওয়া। চার ঘণ্টা আগেই নিয়ে নিন সেদিনের শেষ কফি বা চা। এই দুই নিয়মে অভ্যস্ত হতে পারলে ঘুম আসবে সহজেই।

৫. তোষক ও বিছানাও কিন্তু ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানোর অন্যতম কারণ। খেয়াল রাখুন, সেসবের গুণগত মান যেন উন্নত হয়। আরামদায়ক তোষকে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভালভাবে হয়। স্নায়ু ও পেশী আরাম পায়। ঘুম আসে নিমেষে।

৬. ঘুমনোর আগে স্নান করুন। ঠান্ডা লাগার অভ্যাস না থাকলে এটি করে দেখুন। কাজে আসবে দারুণ। ঘুমের মানও ভালো হবে। শরীর থাকবে ঝরঝরে।

জানেন কি লেবুর রসে নয়, উপকার বেশি খোসায়!

যে কোন খাবারের স্বাদ বাড়াতে লেবুর কোন জুড়ি নেই। এর সাথে লেবুর আছে সুঘ্রাণ। যা খাবারে তৃপ্তি দেয়। অনেকে আবার সুস্থতার জন্য সকালে লেবু জল পান করে থাকে। তবে আমরা লেবুর রস রেখে খোসাটা ফেলে দেই। কারণ আমরা জানিই না যে এই খোসাতে আছে কত অজানা ও চমতকার সব উপকারিতা। লেবুর রসের চেয়ে ৫-১০ গুণ বেশি ভিটামিন আছে লেবুর খোসায়। লেবু আমাদের স্বাস্থ্য, ত্বক এবং চুলের জন্যেও খুবই উপকারি। খোসাতে আছে ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের মত খনিজ উপাদান, ফাইবার ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

চলুন জেনে নেই লেবুর খোসার জাদুকরী উপকারিতা সম্পর্কে।

১. ত্বকের সানবার্ন প্রতিরোধ করতে লেবুর খোসা সরাসরি ত্বকে প্রয়োগ করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। এতে ত্বকের পোড়াভাব সহজেই দূর হয়। পাশাপাশি ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান।

২. লেবুর খোসা হজম শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় খুব সহজেই।

৩. দেহের অতিরিক্ত মেদ কমাতেও লেবুর খোসা অনেক উপকারী।

৪. এতে প্রচুর পরিমাণের ভিটামিন সি থাকায় দাঁতের জন্য বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। লেবুর খোসা দাঁতের বিভিন্ন অসুখ থেকে রক্ষা করে। হাড়ের বিভিন্ন অসুখ যেমন, পলি আর্থারাইটিস, অস্টিওপরোসিস এবং বিভিন্ন প্রকার আর্থারাইটিস প্রতিরোধ করে।

৫. প্রত্যহ লেবুর খোসা খেলে শরীরে সাইট্রিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমায়।

৬. লেবুর খোসা শরীর থেকে স্ট্রেস কমাতে সহায়তা করে।

৭. লেবুর খোসাতে আছে সয়ালভেসস্ট্রল কিউ ৪০ ও লিমোনেন্স, যা ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করে, বাকটেরিয়াল ও ছত্রাক সংক্রমণের প্রকোপ কমায়।

৮. আমদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বজায় রাখে লেবুর খোসা, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং বিভিন্ন হৃদরোগ যেমন স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

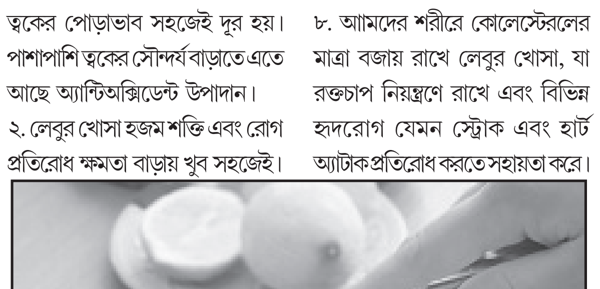

সোনামণির বাহারি মশারি

ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ নানা রোগে এখন আক্রান্ত হচ্ছে সব বয়সী মানুষ। শিশুরা তো আরও ঝুঁকিতে। মশারি ব্যবহার করলে মশার এই অত্যাচার থেকে নিজে যেমন বাঁচতে পারবেন, তেমনি বাঁচাতে পারবেন আপনার সন্তানকেও। তাই ব্যাঘাতহীন ঘুমের জন্য মশারি ব্যবহার উত্তম এবং নিরাপদও। বাজারে শিশুদের জন্য আছে বাহারি মশারি। এসব মশারি যেমন শিশুকে নিরাপদ রাখবে, তেমনি রঙিন মশারি ঘরে যোগ করবে বাড়তি সৌন্দর্য।

মশা থেকে বাঁচতে

নিজ ঘরে মশা থেকে বাঁচার সবচেয়ে সস্তা, দীর্ঘস্থায়ী, কার্যকর এবং নিরাপদ উপায়টির নাম মশারি। কয়েল বা ওষুধে মশা না—ও মরতে পারে, তবে চারদিক গুঁজে নিয়ে এবং ভেতরে মশা নেই, সেটা নিশ্চিত করে মশারির ভেতর ঢুকে বসে থাকলে মশা যে কামড়াতে পারবে না, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। নিউমার্কেটের মশারি ও পর্দার দোকান মায়ের দোয়া স্টোরের বিক্রয়কর্মী আশিক হোসেন জানান, সারা বছর ছোট মশারি কমবেশি চলে।

ছোটদের মশারি

ঢাকার গুলশান ১ নম্বরের এনডিসিসি মার্কেটে মশারি কিনতে এসেছেন গৃহিণী ফারজানা খন্দকার। তিনি বলেন, 'আমার আট মাসের সন্তানের জন্য বাহারি মশারি কিনতে এসেছি। দিন দিন মশাবাহিত রোগ বাড়ছে। আমার সন্তান যেহেতু সারাক্ষণ শুয়েই থাকে, তাই দেখতে সুন্দর, এমন মশারি কিনতেই মার্কেটে আসা।' ছোট শিশুদের জন্য আলাদা মশারি বেশ জরুরি। কারণ, শিশুরা একটু আগে ঘুমিয়ে পড়ে। আর তখন বড় মশারি টানিয়ে রাখা বেশ ঝামেলার। আর না টানালে মশার উৎপাতে আপনার সোনামণি আরামে ঘুমাতে পারবে না। তা ছাড়া ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ায় শিশুদের দিনের বেলায় ঘুম পাড়ালেও মশারি টানানো জরুরি। এ ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য ছোট মশারি ব্যবহারই সুবিধাজনক। আর এখন বাজারে শিশুদের জন্য বাহারি সব মশারিও পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোনোটি চেইন দিয়ে তৈরি ঘরের মতো। একে স্প্রিং মশারি বলে। কোনোটি আবার লোহার দণ্ডের সঙ্গে নেট প্যাঁচানো। কোনোটি আবার ছাতার মতো খোলা যায়। কিছু আবার আছে বিছানাসহকারে তৈরি বেড সেটিং মশারি।

আপনি চাইলে মশারি রেডিমেড কিনতে পারেন আবার বানিয়েও নিতে পারেন। তবে রেডিমেডের চেয়ে বানানো মশারিই বেশি টেকসই। অবশ্য এ জন্য খরচাপাতিও একটু বেশি গুনতে হবে। সাধারণত মশারির নেট কাপড় এবং সাইজের ওপর নির্ভর করে এর দরদামের পার্থক্য।

ব্রকলি খাওয়ার উপকারিতাগুলি জেনেনিন

শীতকালীন সবজি ব্রকলি। অনেকটা ফুলকপির মতো দেখতে সবুজ রঙের এই সবজির চাহিদা এখন সর্বত্র। চায়নিজ খাবারের সঙ্গে দেশি খাবারেও ব্যবহৃত হচ্ছে ব্রকলি। কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া যায় ব্রকলি।

ওজন কমাতে : ব্রকলিতে ক্যালোরির পরিমাণ কম, তাই অনেক খেলেও ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। ওজন কমানোর জন্য ক্ষুধা লাগলে ব্রকলি খাওয়া যেতে পারে।

সুস্বাদু : সালাদে এবং দেশি বা বিদেশি স্টাইলে রান্না করলে ব্রকলি খেতে অনেক সুস্বাদু মনে হয়।

ক্যান্সার প্রতিরোধ : নিয়মিত ব্রকলি খেলে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা একেবারেই কমে যায়।

পুষ্টিগুণ : ক্যালোরির পরিমাণ কম হলেও ব্রোকলিতে যে ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে, তা শরীরের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

হাড় সুস্থ রাখতে : ব্রকলিতে ক্যালসিয়াম বেশি থাকায় হাড় শক্তিশালী ও মজবুত হয়।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট : ব্রকলিতে ভিটামিন কে, আয়রন আর পটাশিয়ামের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ ফ্ল্যাভিনয়েড, লিউটেন, ক্যারোটিনয়েড, বিটা-ক্যারোটিনসহ উচ্চমানের নানা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। এ সময় সুস্থতার জন্য তাই খাদ্যতালিকায় ব্রকলি রাখুন।

বিপাকক্রিয়া : ব্রকলি এমন একটি সবজি, যা পেটে কোনো সমস্যা তৈরি করে না এবং সহজেই হজম হয়।

ত্বক সুন্দর রাখতে : ব্রকলিতে থাকা ভিটামিন ''সি'' ত্বক সুন্দর ও মসৃণ রাখে। এ ছাড়া ব্রকলি খেলে বয়সের ছাপ চেহারায় পড়ে না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ব্রকলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ''এ'' থাকায় তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া ঠাণ্ডা কাশিও প্রতিরোধ করে ব্রকলি।

অতিরিক্ত ধাতুস্রাব অগ্রাহ্য করবেন না

মেয়েদের পিরিয়ডের সময় অতিরিক্ত রক্তপাত স্বাভাবিক মনে হলেও বিষয়টি স্বাভাবিক নয়। যে কোন মেয়েরই যাদের পিরিয়ড শুরু হয়েছে তাদের এ সমস্যা হতে পারে। সঠিক চিকিৎসার অভাবে এদের অনেকেই ক্রনিক অ্যানিমিয়া-সহ নানা সমস্যায় ভোগেন। তবে রোগ নির্ণয় পদ্ধতির উন্নতি হওয়ায় এবং সচেতনতা বাড়ায় আগের থেকে অনেক বেশি রোগ ধরা পড়ছে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কিশোরী এবং ৪০ বছরের বেশি বয়সিদের অতিরিক্ত ঋতুস্রাবের ঝুঁকি বাড়ে। কারণ, কিশোরী বয়সে পিরিয়ড শুরুর সময় এবং ৪০ বছর বয়সের পর মেনোপজের আগে শরীরে সাময়িক ভাবে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোনের তারতম্য হয়। এর ফলেই অতিরিক্ত ঋতুস্রাবের সমস্যা বাড়ে। আবার অতিরিক্ত ওজনের কারণেও হেভি ব্লিডিং হতে পারে।

অতিরিক্ত ঋতুস্রাবের কারণ: ১. জরায়ুতে ফাইব্রয়েড বা টিউমার। ২. ওভারিতে কোনও সমস্যা থাকলে ঠিক মতো ডিম্বাণু নিঃসরণ হয় না। তাতে প্রোজেস্টেরন হরমোন উতপাদন কমে গিয়ে এই সমস্যা দেখা দেয়। ৩. জরায়ু লাইনিং এ বিনাইন (অর্থাত ক্যানসার নয় এমন) পলিপ হলে। ৪. জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের সমস্যা। ৫.জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য ইন্ট্রা ইউটেরাইন ডিভাইস ব্যবহার করলে তার পার্শ প্রতিক্রিয়ায়।

৬. সারভিক্সে সংক্রমণ। ৭. গর্ভপাত ।৮. ইউটেরাস ও সারভিক্সের ক্যানসার হলেও অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হয়। ৯. হরমোন ওষুধ, রক্ত পাতলা করার ওষুধের পার্শ প্রতিক্রয়ায় অতিরিক্ত ঋতুস্রাবের ঝুঁকি থাকে।

১০. লিভার ও কিডনির অসুখ থাকলেও এই সমস্যা হতে পারে।

যে সব পরীক্ষা জরুরি: অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হলে যেসব পরীক্ষাগুলো করা জরুরী: রক্তের হিমোগ্লোবিন এবং থাইরয়েড হরমোনের ভারসাম্য বজায় আছে কিনা জানতে রক্ত পরীক্ষা করানো দরকার। সারভিক্সে সংক্রমণ বা ক্যানসার আছে কিনা জানতে প্যাপ স্মিয়ার পরীক্ষা করা হয়।

জরায়ু থেকে টিস্যু সংগ্রহ করে এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপ্সি করা দরকার। ইউটেরাস, ওভারি ও পেলভিসের আল্ট্রাসাউন্ড। ইউটেরাসের লাইনিং-এর সমস্যা জানতে সোনোহিস্টেরোগ্রাফি করতে হয়। ইউটেরাস খুঁটিয়ে দেখতে হিস্টেরোস্কোপি করতে হতে পারে।

অ্যানিমিয়ার ঝুঁকি: অনেক সময় হেভি ব্লিডিং হলেও অনেকে ব্যাপারটা বিশেষ আমল দেন না। পরে ঠিক হয়ে যাবে ভেবে ফেলে রাখেন। প্রতি মাসে অতিরিক্ত রক্তপাত হতে হতে রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়ার ঝুঁকি বাড়ে। অন্য দিকে অ্যানিমিয়া হলেও অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হয়। ব্যাপারটা চক্রাকারে চলতে থাকে। আবার যে কারণে হেভি ব্লিডিং হচ্ছে, তার চিকিতসা না করানোয় অসুখটা ক্রমশ জটিল হতে শুরু করে। অসুখের প্রাথমিক পর্যায়ে ওষুধ দিয়ে চিকিতসা করে কাজ হলে অনেক দিন ফেলে রাখলে রোগের জটিলতা বেড়ে যায়। বিশেষ করে মেনোপজের পর বেশি ঋতুস্রাব অনেক সময় ক্যানসারের উপসর্গ হতে পারে। তাই অসুখের শুরুতেই সঠিক চিকিতসা করা জরুরী।

পুলিশে নিয়োগের দাবিতে বৃহস্পতিবার আগরতলায় এক ডেপুটেশনার প্রদান করা হয়।

কারা স্কুলে যেতে পারবেন, বা পারবেন না, তা নিয়ে এই মুহূর্তে তৈরি হয়েছে ধন্দ

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): ২০১৬-র এসএসসি পরীক্ষার পর চাকরি পাওয়াদের যোগ্য-অযোগ্য বিতর্ক এখনও চলছে পুরোদমে। দুই বিভাগের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট ভাবে জানা না গেলেও, এর আগে আদালতে অযোগ্য-দের একটি তালিকা জমা দিয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বৃহস্পতিবারের রায়ের পর কারা স্কুলে যেতে পারবেন, কারা পারবেন না, তা নিয়ে এই মুহূর্তে ধন্দ তৈরি হয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টে অযোগ্যদের একটি তালিকা জমা দেয় এসএসসি। শিক্ষক-শিক্ষিকা, গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি মিলিয়ে ৬ হাজার ২৭৬ জনের তালিকা দেওয়া হয়। ৩ এপ্রিল ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের যে নির্দেশ দেয় আদালত, তাতে ওই তালিকা নিয়ে যদিও সন্দেহ প্রকাশ করে আদালত। জানানো হয়, এসএসসি-র ওই তালিকা চূড়ান্ত নাও হতে পারে। আরও নাম ঢুকতে পারে তালিকায়। এত দুর্নীতি হয়েছে যে, তা সংশোধনের উপায় নেই। তাই গোটা প্যানেলই বাতিল করতে হচ্ছে।

এর পর আদালতে ফের আবেদন জানায় রাজ্য সরকার, এসএসসি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। চলতি শিক্ষাবর্ষে নতুন নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত, অযোগ্য বলে চিহ্নিত নন, যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাওয়া হয়। শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে সেই আবেদনে সায় দেয়নি আদালত। গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-তে এত ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে, তার জেরেই এমন সিদ্ধান্ত বলে জানান প্রধান বিচারপতি। তাঁদের কোনও ভাবে নিয়োগ করা যাবে না বলে জানান তিনি।

তবে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ছাড়া যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে পড়াতে পারবেন বলে জানিয়েছে আদালত। কিন্তু কারা পড়াতে যেতে পারবেন, কারা নয়, কারা অযোগ্য, কারা যোগ্য, তা বোঝা যাবে কী করে, সেই নিয়েও ধন্দ দেখা দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে এসএসসি-র কাছে দু''টি রাস্তা রয়েছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। তাঁদের মতে, ১) অযোগ্য-দের নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে দেওয়া হতে পারে। যাঁদের নাম থাকবে তালিকায়, তাঁরা স্কুলে পড়াতে যাবেন না আর। ২) এক এক করে অযোগ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এসএসসি। জানিয়ে দেবে, আর স্কুলে যেতে হবে না তাঁদের।

অযোগ্যদের বেতন ফেরানোর কথাও এসএসসি-কে জানাতে হবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের একাংশের। তাঁদের মতে, আদালতের আগের রায়ে অযোগ্য বলে চিহ্নিতদের চার বছরের বেতন ফেরানোর কথা বলা ছিল।

আজ আদালতে শুনানি চলাকালীন রাজ্য জানায়, আদালতের আগের রায় তারা গ্রহণ করেছে। শুধু আপাতত স্বস্তির জন্য আবেদন জানাচ্ছে। সেই নিরিখে বেতন ফেরত দেওয়ার কথা জানাতে হবে অযোগ্যদের।

বাজারের গুজবকে সত্যি করে ‘অকৃতদার’ দিলীপ মিলিত হচ্ছেন রিঙ্কুর সঙ্গে

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): অকৃতদার দিলীপ ঘোষের কৌমার্য ভঙ্গ করার অসমর্থিত খবর সামাজিক মাধ্যমে দোলা দিয়েছিল। কিছু মহল গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত সেটি সত্য খবর হতে চলেছে।

শুক্রবার তাঁর নিউ টাউনের বাড়িতেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ এবং প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপের। পাত্রী রিঙ্কু মজুমদার। বিজেপি করার সূত্রেই আলাপ দু'জনের।

বৃহস্পতিবার সরাসরি তাঁকে প্রশ্ন করা হলে দিলীপবাবু তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বলেন, “কেন, আমি কি বিয়ে করতে পারি না নাকি? বিয়ে করা কি অপরাধ নাকি?” তিনি ‘হ্যাঁ’ যেমন বলেননি, তেমনই ‘না’-ও বলেননি।

দিলীপবাবুর ঘনিষ্ঠমহলের বক্তব্য, গত লোকসভা ভোটে হেরে যাওয়ার পর তিনি যখন খানিক বিষণ্ণ, তখন রিঙ্কুই প্রথম একসঙ্গে সংসার বাঁধার প্রস্তাব দেন। তিনি নাকি বলেছিলেন, এখন তো তাঁর সঙ্গে কেউ নেই। তিনি দিলীপবাবুর সঙ্গে থাকতে চান।

কার্যত ‘পাকা কথা’ নাকি হয় গত ৩ এপ্রিল ইডেনে আইপিএলে কেকেআর-এর খেলা দেখতে দেখতে। ওই দিন ক্লাব হাউসের ১১ নম্বর বক্সে বসে খেলা দেখেন দিলীপবাবু, তাঁর হবু স্ত্রী এবং হবু শ্বশুরবাড়ির লোকেরা।

রিঙ্কু বিবাহবিচ্ছিন্না। গৃহবধূ। এক পুত্রের জননী। তাঁর ছেলে সেক্টর ফাইভে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মরত। ঘটনাচক্রে, ইডেনের বক্সে রিঙ্কুর পুত্রও ছিলেন ৩ এপ্রিল।

এই বছরই কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা হবে, জানালো বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): এই বছরই কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা হবে, জানালো বিদেশ মন্ত্রক। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, এই বছর কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা হবে এবং আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা সম্পর্কে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, 'আমরা শীঘ্রই কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা সম্পর্কে জনসাধারণের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করব। শীঘ্রই যাত্রা পুনরায় শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

উত্তর প্রদেশে ট্রাকের টায়ার ফেটে যুবকের মৃত্যু

মির্জাপুর, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার রাতে উত্তর প্রদেশের অদলহাট থানার ফত্তেপুর টোল প্লাজার কাছে একটি ট্রাকের টায়ার হঠাৎ ফেটে যায়। তীব্র চাপে রিম থেকে ছিটকে বেরনো লোহার আংটা উড়ে গিয়ে পাশে বাইকে করে যাওয়া এক যুবকের গলায় ঢুকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত যুবকের নাম পরমেশ্বর সিং (৪৫)। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রী গুরুতর জখম হন। দুর্ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

বোনকে কাঁচির আঘাতে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার ভাই

গাজিয়াবাদ, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : কথা না শোনায় বোনের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে কাঁচি দিয়ে হামলা চালায় সৎ ভাই। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই তরুণীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ জেলার লোনি থানার অন্তর্গত এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , ভাই -বোনের মধ্যে ঝগড়া বাধে বাড়ির বাইরে যাওয়া নিয়ে। কথা কাটাকাটির মাঝেই হঠাৎই কাঁচি দিয়ে বোনের ওপর। খুনের অস্ত্রসহ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

ধুলিয়ানে আপাতত থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): ধুলিয়ানে আপাতত থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ধুলিয়ান থেকে এখনই কেন্দ্রীয় বাহিনী সরবে না, নির্দেশ হাইকোর্টের। পাশাপাশি সেখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠন করল কলকাতা হাইকোর্ট। এই কমিটিতে থাকবেন জাতীয় ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের দুই প্রতিনিধি এবং রাজ্য লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির এক সদস্য। ধুলিয়ানে ঘরছাড়াদের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবে এই কমিটি। পাশাপাশি সেখানে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য

২১ এপ্রিল শালবনিতে জিন্দল গোষ্ঠীর বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাস করবেন মমতা

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): সোমবার, ২১ এপ্রিল পশ্চিম মেদিনীপুরে শালবনিতে জিন্দল গোষ্ঠীর বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওই দিন বেলা দুটোয় মুখ্যমন্ত্রী ও জিন্দল গোষ্ঠীর কর্ণধারদের উপস্থিতিতে শালবনিতে জিন্দলদের প্রস্তাবিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের শিলান্যাস। বৃহস্পতিবার তিনি নবান্নে সাংবাদিকদের বলেন, এতে আগামী দিনে বিদ্যুৎ যেমন সুলভ হবে, তেমনই রাজ্যে কর্মসংস্থানও বাড়বে বলে জানিয়েছেন।

তিনি জানান, “বছর বছর বিশ্ব বাংলা শিল্প সম্মেলন নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলাই শিল্প এবং শিল্পপতিদের গন্তব্য হয়ে উঠেছে। আর তারই ফলস্বরূপ শালবনিতে দু''টি তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র।”

তিনি বলেন, “যত দিন যাচ্ছে, মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। অন্য রাজ্য থেকেও মানুষের সংখ্যা বাড়ছে এখানে। ফলে চাহিদা বাড়ছে বিদ্যুতের। তাই বিদ্যুৎ প্রকল্পের উপর জোর দিচ্ছি আমরা।'

মমতা বলেন, 'ছ''টি ইকোনমিক করিডর করছি আমরা। ডেউচা পাঁচামি হলে অন্তত ১০০ বছর আর বাংলার সমস্যা থাকবে না। এখন গোটা বিষয়টি একতরফা চলছে। সিইএসসি চালায়, তারা দাম বাড়ায়। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে বিদ্যুতের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে, ব্যবহারেও সুবিধা হবে। এসব মাথায় রেখেই তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের উপর জোর দিচ্ছি। শালবনিতে যেটা হচ্ছে, তা ভবিষ্যতে চাহিদার জোগান দেবে। আরও অনেকগুলি প্রকল্প হচ্ছে।'

তিনি জানিয়েছেন, ৮০০ মেগাওয়াট করে মোট ১৬০০ মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে। এর জন্য ১৬০০০ কোটি টাকা খরচ করছেন জিন্দলরা। পাশাপাশি, তারা অনেকগুলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কও গড়বে। প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডারের মাধ্যমেই তারা বরাত পেয়েছে এবং চিঠিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মমতা। পূর্ব ভারতে এমন প্রকল্প আর নেই বলে জানিয়েছেন তিনি। শিলান্যাসের পরই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

এর পাশাপাশি, দুর্গাপুরে ৬৬০ মেগাওয়াটের, সাগরদিঘিতে ৯৬০ মেগাওয়াটের, বক্রেশ্বরে ৬৬০ মেগাওয়াটের, সাঁওতালডিহিতে ৮০০ করে ১৬০০ মেগাওয়াটের পাশাপাশি, বাংলা জুড়ে আরও কিছু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার কাজও শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন মমতা। তাঁর আশা, এতে কর্মসংস্থান বাড়বে, অর্থনীতি মজবুত হবে, ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা থাকবে অক্ষুণ্ণ।

মমতা বলেন, 'আগে শুনতাম, ”লোডশেডিংয়ের সরকার, আর নেই দরকার”। এখনকার জেনারেশন ভুলেই গিয়েছেন। ১২ ঘণ্টাই কারেন্ট থাকত না আগে। এখন পরিষেবা অনেক উন্নত, যার জন্য আমাদেরও অনেক খরচ হয়, জনস্বার্থে ভর্তুকি দিতে হয়।'

সেই কর্মসূচির পরে মুখ্যমন্ত্রী জেলাতেই থাকবেন। পরদিন ২২ এপ্রিল বেলা ১২.৩০টায় গড়বেতায় সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পেরও উদ্বোধন করবেন মমতা। মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে হচ্ছে প্রকল্পটি। জার্মানির একটি সংস্থা ৮০ শতাংশ খরচ করছে, রাজ্যের সরকার ২০ শতাংশ। সেখানে ৭৫৭ কোটি টাকা খরচে ১১২.৫ মেগাওয়াটের সবুজ বিদ্যুৎ প্রকল্প হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মমতা। এর পাশাপাশি, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজেও গতি আনার কথা বলেছেন তিনি।

শালবনিতেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক করে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতায় ফেরার কথা তাঁর।

এ বছরের মধ্যেই এসএসসি-নিয়োগের জটের সমাধান হয়ে যাবে বলে আশা মমতার

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): “আশা করি এ বছরের মধ্যেই সমাধান হয়ে যাবে। আশা করি আমরা ভুল করব না।” বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিকদের কাছে এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, “আমি বলেছিলাম, আমরা দেখব যাতে চাকরিহারাদের কোনও অসুবিধা না হয়। আমরা সময় পেয়েছি। ২০২৬ পর্যন্ত বিষয়টা যাবে না।

মমতা বলেন, “ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের সময় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আপাতত স্বস্তি পেয়েছি। শিক্ষকদের বেতনের ব্যাপারে আমরা চিন্তা করছিলাম, কী করে দেওয়া যায়। বিকল্প পথও বলে দিয়েছিলাম।”

শিক্ষকদের চাকরি থাকলেও শিক্ষাকর্মীদের চাকরি থাকছে না। মমতা বলেন, “আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের পরামর্শ নিয়ে যা করার করতে হবে। তাড়াহুড়ো করা যাবে না। আইনের প্রতি, সরকারের প্রতি ভরসা রাখুন।”

“শিক্ষকরা স্কুলে যাবেন, এটা বড় স্বস্তির খবর”, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মন্তব্য মমতার

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে তাদের আর্জি ছিল, যাঁরা ‘দাগি’ (টেন্টেড) বা ‘অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত’ নন, আপাতত তাঁদের চাকরি বহাল থাক। বৃহস্পতিবার সেই আর্জিতে পর্ষদের পক্ষে রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যাকে প্রথমে ‘সাময়িক স্বস্তি’ বলেও পরে ‘বড় স্বস্তি’ বলে উল্লেখ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল মামলায় সুপ্রিম কোর্টে নতুন করে আবেদন (রিভিউ পিটিশন) করেছিল রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। বৃহস্পতিবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “শিক্ষকরা স্কুলে যাবেন। এটা বড় স্বস্তির খবর। একটা স্বস্তি হলে তার উপর ভবিষ্যতের স্বস্তি নির্ভর করে।”

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমি বলেছিলাম, আমরা দেখব যাতে চাকরিহারাদের কোনও অসুবিধা না হয়। আমরা সময় পেয়েছি। ২০২৬ পর্যন্ত বিষয়টা যাবে না। আশা করি, এ বছরের মধ্যেই সমাধান হয়ে যাবে। আশা করি আমরা ভুল করব না। আমি মানুষের কাজে ভুল করি না। নিজের কাজে ভুল করলেও মানুষের কাজে আমার ভুল হয় না।”

“আমাদের রাস্তার আন্দোলন বন্ধ হবে না”, দাবি শিক্ষক সংগঠনের কোর কমিটির নেতার

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): “আমরা ছ'মাসের জন্য (চাকরি) পেয়েছি। কিন্তু ছ'মাসের জন্য (চাকরি) পাওয়াটা তো কথা নয়! আমাদের রাস্তার আন্দোলন বন্ধ হবে না।”

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানীতে উপস্থিত ছিলেন আন্দোলনরত শিক্ষক সংগঠনের কোর কমিটির অন্যতম সদস্য আবদুল্লা আল মঞ্জুম। তিনি সংবাদমাধ্যমে এই প্রতিক্রিয়া দেন। এই সঙ্গে বলেন, “এসএসসিকে বলা হয়েছে ৩১ মে'র মধ্যে হলফনামা দিতে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।

আমরা কোনও মতেই নতুন পরীক্ষা দেব না। রাজ্য সরকার কী তথ্য-প্রমাণ দেবে, সেটি রাজ্য সরকারকেই ভাবতে হবে।”

আন্দোলনরত শিক্ষক সংগঠন ‘যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ’-এর আহ্বায়ক চিন্ময় মণ্ডলও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের সময় শীর্ষ আদালত চত্বরেই ছিলেন। বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠকের সময়েও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মতে, “সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ একটি কৌশলগত সাফল্য তো বটেই। আমরা কাজ চালিয়ে যেতে পারব। বেতনটা পাব।

এটি প্রাথমিক ভাবে কিছু দিনের জন্য স্বস্তি।

কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেতন পাব বা চাকরি থাকবে, এটা আমরা মেনে নেব না। আমরা চাই অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত চাকরি করতে। আমরা এটি রিভিউয়ের (পুনর্বিবেচনার) জন্য যাব (আবেদন করব)।'

বিরোধীদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা, ইডি-র চার্জশিট প্রসঙ্গে মন্তব্য হরিশ রাওয়াতের

দেহরাদূন, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে গত মঙ্গলবার আদালতে চার্জশিট পেশ করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই প্রথম বার তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। ইডি-র এই চার্জশিটের সমালোচনা করলেন কংগ্রেস নেতা তথা উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হরিশ রাওয়াত।

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় রাহুল গান্ধী এবং সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে ইডির চার্জশিট প্রসঙ্গে উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা হরিশ রাওয়াত বলেছেন, 'এটি গণতন্ত্রকে হত্যার প্রচেষ্টা। ন্যাশনাল হেরাল্ড এবং কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্ক সকলেই জানেন, এবং এটি (ইডির চার্জশিট) একটি সরল মিথ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি। যদি কারও কোনও আপত্তি থাকে, তাহলে একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করা যেত, কিন্তু ইডিকে জড়িত করা মানে ভয় জাগানোর এবং বিরোধী নেতাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার প্রচেষ্টা।'

সুপ্রিম কোর্টে আপাত-স্বস্তি চাকরিহারাদের একাংশের

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় সুপ্রিম কোর্টে নতুন করে আবেদন করেছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তাদের আর্জি ছিল, যাঁরা ‘দাগি’ বা ‘অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত’ নন, রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে আপাতত তাঁদের চাকরি বহাল থাক। বৃহস্পতিবার সেই আর্জিতেই পর্ষদের পক্ষে রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ‘দাগি’ (টেন্টেড) নন এমন শিক্ষকেরা আপাতত স্কুলে যেতে পারবেন। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশ, আগামী ৩১ মে-র মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে, তারা চলতি বছরেই নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করবে। চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ে শেষ করতে হবে নিয়োগপ্রক্রিয়া।

প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, ‘দাগি’ কিংবা ‘অযোগ্য’ নন এমন শিক্ষকেরা স্কুলে যেতে পারবেন। নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকদের স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, বেঁধে দেওয়া এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ বর্ষশেষের আগেই নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ না হলে এই নির্দেশ তুলে নেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে ফের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে আদালত।

‘মায়ের ইচ্ছেতেই’ ষাট পেরিয়ে গৃহবন্ধনে, দাবি দিলীপের ঘনিষ্ঠমহলের

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): রিঙ্কু মজুমদারের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাবে দোটানায় পড়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। প্রথমে রাজি না-হলেও পরে ভেবেচিন্তে দেখে এবং তাঁর মায়ের পীড়াপীড়িতে রাজি হন। ঘনিষ্ঠমহলে এরকমই ব্যখ্যা দিয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপি-র দুটি মেয়াদের প্রাক্তন সভাপতি। দিলীপবাবুর ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, “ছ'মাস আগেও তিনি সংসারধর্ম পালনের কথা ভাবেননি। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনিও বুঝতে পারেন, জীবনের এই বৃত্তটিও পূর্ণ করতে হবে। তাঁর মা চাইছিলেন, ছেলে বিয়ে করে সংসারী হোন। তা হলে তিনি পুত্রবধূর সঙ্গে খানিকটা সময় কাটাতে পারেন। দিলীপবাবুর মা তাঁর কাছেই থাকেন। এবং তাঁর কাছেই থাকবেন। কিন্তু দিলীপবাবুর জীবন রাজনীতিময়। ফলে তাঁকে গোটা রাজ্য ঘুরে বেড়াতে হয়। সে ক্ষেত্রে তাঁর বৃদ্ধা মায়ের দেখাশোনা করা এবং তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য পরমাত্মীয় থাকাটা জরুরি। পাশাপাশি, দিলীপ-জননী উদ্বিগ্ন তাঁর অবর্তমানে পুত্র ‘নাড়ু’র দেখভাল কে করবেন, তা নিয়েও। দিলীপবাবু গত বছর ষাট পেরিয়েছেন।

জঙ্গলে উদ্ধার আইইডি, নিষ্ক্রিয় করল নিরাপত্তা বাহিনী

নারায়ণপুর, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : ছত্তিশগড়ে কুকারের মধ্যে থাকা ৫ কেজি ওজনের আইইডি উদ্ধার। নারায়ণপুর জেলার কোহকমেটা থানার গট্টাকাল জঙ্গলে বুধবার সন্ধ্যারাতে যৌথ বাহিনীর তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার হয়েছে। নকশালদের পেতে রাখা এই বিস্ফোরকটি নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করা হয়।

মুর্শিদাবাদে বাবা-ছেলে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): মুর্শিদাবাদে বাবা-ছেলেকে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এ কথা জানালেন রাজ্য পুলিশের এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। জানালেন, পরিস্থিতি আগের থেকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। ইতিমধ্যেই সামগ্রিকভাবে ৭০ শতাংশ দোকান খুলে গেছে জেলায়।

এ দিন সুপ্রতিম সরকার জানান, এখনও পর্যন্ত ৮৫ জন ঘরছাড়া ফিরে এসেছেন। অন্যদের ফিরে আসতে সাহায্য করছে পুলিশ প্রশাসন, জানান তিনি। তিনি আরও জানান, এখনও পর্যন্ত এই অশান্তিতে গ্রেফতার হয়েছেন ২৭৪ জন এবং মামলা হয়েছে ৬০টি। ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দলে রয়েছেন ১১ জন।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস কার্যালয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন।

উদযাপন

● আটের পাতার পর

শিকড় আরও গভীর হয় এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের চেতনা শক্তিশালী হয়। তিনি শিক্ষার্থীদের তাদের মাতৃভাষা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।অনুষ্ঠানের শেষে সভাপতির ভাষণে ডঃ মিশ্র অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য আয়োজক, শিক্ষার্থী এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন যে এই ধরনের উৎসব কেবল আনন্দ উপভোগের মাধ্যম নয় বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত করার একটি শক্তিশালী উপায়। এই অনুষ্ঠানটি একলব্য পরিসরের সমন্বয়মূলক এবং বহু সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত করে।

গাঁজা উদ্ধার

● আটের পাতার পর

সাহা জানান, গোপন খবরের ভিত্তিতে মেলাঘর থানার এসআই রামকিষান এবং বিভিন্ন স্টাফ নিয়ে কালাপানিয়া যেতে পুলিশের গাড়িটিকে দেখে। পুলিশকে দেখে ওই ইকো গাড়িতে থাকা দুই ব্যক্তি পালিয়ে যায়।। তারপর গাড়িতে থাকা শুকনো গাজা সহ গাড়িটিকে থানায় নিয়ে আসে এবং গাড়িটির মালিকের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় একটি মামলা নেওয়া হবে বলে জানান ওসি।

বিপ্লব দেব

● প্রথম পাতার পর

নেহরুর কড়া সমালোচনা করে বলেন, "ওয়াকফ থেকে বছরে ১৫০ কোটি আয়, অথচ রেল থেকে ২.৪ লক্ষ কোটি। ওয়াকফের আয় দিয়ে না হয়েছে কোনো মেডিকেল কলেজ, না কোনো বড় জনহিতকর কাজ। অথচ সম্পদের অভাব নেই।"পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা করে বিপ্লব বলেন, "উত্তরপ্রদেশে ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ সর্বাধিক, তবুও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ২৬ হাজার চাকরি কেলেঙ্কারি থেকে নজর ঘোরাতে মমতা স্পনসরড দাঙ্গার চেষ্টা করছেন।"তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই বিল এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। "এই আইনের মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডে সাধারণ মুসলিমদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। থাকছে তিনজন মহিলা প্রতিনিধি। এখন সাধারণ মুসলিমরা আইনি সহায়তা পাবেন, যা আগে ছিল না।"বিপ্লব প্রশ্ন তোলেন, "যেখানে দিল্লির মানসিং হোটেলের বাৎসরিক ভাড়া ১৫০ কোটি, সেখানে ব্যাঙ্গালোরে বাণিজ্যিক এলাকায় ওয়াকফ সম্পত্তির ভাড়া মাসে মাত্র ১২ হাজার কেন?" এর পেছনে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির ভূমিকাকে দায়ী করেন তিনি।কৈলাশহরে ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় সম্প্রতি যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন সাংসদ। তিনি স্পষ্ট করেন, "দেশ আর এই তোষণ নীতি বরদাস্ত করবে না। এখন সময় এসেছে প্রকৃত উন্নয়নের।"

প্রকাশের দাবি

● প্রথম পাতার পর

ধাপে তাঁদের লিখিত, শারীরিক এবং মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন পূর্বে পুলিশ কনস্টেবলের মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু তাতে দেখা গিয়েছে অনেকেই বিভিন্ন পরীক্ষায় মাধ্যমে চাকরী পেয়েছেন। তাই তাঁদের দাবি, যারা নির্ধারিত তারিখে চাকুরী যোগদান করবেন না, তাদের নাম বাদ দিয়ে অন্যান্যদের চাকুরী সুযোগ করে দিতে হবে।

এক যুবক

● প্রথম পাতার পর

অটোতে ছাত্রীর সাথে অসভ্য আচরণ করেন। ওই অসভ্য আচরণ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সাথে সাথে পুলিশ সকাল ১০ টা ৪৫ মিনিট শহরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ওই যুবককে গ্রেফতার করেন। তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস পারদ হ্রাসের সম্ভাবনা

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সাময়িক ভাবে এই ঝড়-বৃষ্টির ফলে গরমের হাত থেকে রেহাই মিলতে পারে, অল্পবিস্তর কমতে পারে তাপমাত্রাও। প্রত্যেক জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে অল্পবিস্তর বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি বেশি।

সিকিম থেকে উত্তর ওড়িশা পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত, এটি পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া আরও একটি অক্ষরেখা রয়েছে মধ্যপ্রদেশ থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত। তা গিয়েছে ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে। এর ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে স্থলভাগে। বাতাস অনুকূল থাকায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ার কোথাও কোথাও ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে। বাকি জেলাগুলিতে ঝড় হলে হাওয়ার বেগ থাকবে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। সঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।শুক্রবার ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরের দু'একটি জায়গায় ।আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবহাওয়ায় আমূল পরিবর্তন হতে চলেছে হিমাচল প্রদেশে। আবহাওয়া দফতর ১৮ ও ১৯ এপ্রিল হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টিপাত ও শিলাবৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করেছে। ১৮ ও ১৯ এপ্রিল চাম্বা, কাংড়া এবং কুল্লু জেলায় এবং ১৯ এপ্রিল মান্ডি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে শিমলা, কুল্লু, চাম্বা ও কাংড়া জেলায় ১৮ এবং ১৯ এপ্রিল শিলাবৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ভারী বৃষ্টিপাত এবং শিলাবৃষ্টির সতর্কতা আপিল চাষীদের চিন্তিত করে তুলেছে, বিশেষ করে মধ্য ও উঁচুভূমিতে যেখানে আপেল বাগানে ফুল ফুটেছে। ভারী বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি, তাপমাত্রা হ্রাস একযোগে ফল ধরার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। আপেল ফুল নষ্টের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দানাপুর আদালতে আত্মসমর্পণ রিতলালের সহযোগীদেরও বশ্যতাস্বীকার

দানাপুর, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): বিহারের দানাপুরের আরজেডি বিধায়ক রিতলাল যাদব বৃহস্পতিবার দানাপুর আদালতে আত্মসমর্পণ করেছে। এছাড়াও তার সহযোগী চিক্কু যাদব, পিঙ্কু যাদব, শ্রবণ যাদব এবং অন্যান্যরাও আত্মসমর্পণ করেছে। রিতলাল যাদব এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে নথি জাল করা, তোলাবাজি এবং খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

গত ১১ এপ্রিল রিতলালের সঙ্গে সম্পর্কিত ১১টি স্থানে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেই তল্লাশিতে প্রায় ১০.৫ লক্ষ টাকা, ৭৭.৫ লক্ষ টাকার ফাঁকা চেক, জমি দখলের ইঙ্গিত দেয় এমন ১৪টি দলিল এবং চুক্তি, ১৭টি চেকবই এবং পাঁচটি স্ট্যাম্প, ৬টি পেন ড্রাইভ এবং ওয়াকি-টকি উদ্ধার করা হয়।

আইনজীবী সফদার হায়াত বলেছেন, 'কোনও এক নির্মাতা তার বিরুদ্ধে তোলাবাজির মিথ্যা অভিযোগ এনেছিলেন। পুলিশও একই মামলায় তাকে খুঁজছিল। পুলিশ তাকে খুঁজছিল বলে জানার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বেচ্ছায় আদালতে আত্মসমর্পণ করেন, অভিযুক্তদের সঙ্গে। জামিনের আবেদন এখনও দায়ের করা হয়নি। সম্ভবত আমরা দু-এক দিনের মধ্যে এটি দায়ের করব। বিষয়টি মিথ্যা। এটি কোনও তোলাবাজির মামলা হতে পারে না। বিধায়ক রিতলাল যাদব, পিঙ্কু যাদব, চিক্কু এবং শ্রবণ সহ বৃহস্পতিবার আত্মসমর্পণ করেছেন।'

দিল্লির শাহীনবাগে আবাসনে আগুন, ৩-৪টি গাড়ি ভস্মীভূত

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লির শাহীনবাগ এলাকায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি আবাসনে। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ওই আবাসনে আগুন লাগে। আগুনে বাড়িটি পুড়ে গিয়েছে, এছাড়াও আগুনের লেলিহান শিখায় দাঁড়িয়ে থাকা ৩-৪টি গাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।

পুলিশ ও দমকল জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোররাতে শাহীনবাগ এলাকায় একটি আবাসনে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের ৮টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এসেছে। ঘরের ভিতরে থাকা সব কিছু পুড়ে গিয়েছে। ভস্মীভূত হয়েছে ৩-৪টি গাড়িও। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছেন দমকল কর্মীরা।

সপা সংকীর্ণ স্বার্থপরতার রাজনীতি করছে, তীব্র কটাক্ষ মায়াবতীর

লখনউ, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): সমাজবাদী পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। তাঁর মতে, সপা সংকীর্ণ স্বার্থপরতার রাজনীতি করছে। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মায়াবতী লিখেছেন, 'এটা জানা যে, অন্যান্য দলের মতো, সমাজবাদী পার্টিও দলের লোকজন, বিশেষ করে দলিতদের সামনে তুলে ধরে উত্তেজনা ও হিংসার পরিবেশ তৈরি করছে এবং নিজেদের বিতর্কিত বক্তব্য, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ এবং কর্মসূচি ইত্যাদি তাঁদের চরম সংকীর্ণ স্বার্থপরতার রাজনীতি বলে মনে হচ্ছে।'

মায়াবতী অপর একটি টুইটে লিখেছেন, 'যেহেতু দলিত ভোটের জন্য সপা যে কোনও পর্যায় পর্যন্ত যেতে পারে। তাই, দলিতদের পাশাপাশি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী এবং মুসলিম সম্প্রদায় ইত্যাদিরও এই দলের রাজনৈতিক কৌশলের শিকার হওয়া এড়ানো উচিত, তাঁদের কোনও উগ্র প্ররোচনার শিকার না হয়ে। এছাড়াও, অন্যদের ইতিহাস নিয়ে মন্তব্য করার পরিবর্তে, এই ধরনের দলগুলির সঙ্গে যুক্ত সুবিধাবাদী দলিতরা যদি নিজেদের সমাজের সাধু, গুরু এবং মহাপুরুষদের সদ্ব্যবহার এবং সংগ্রাম সম্পর্কে বলেন, যে কারণে এই লোকজন কিছু পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছে, তাহলে এটি আরও ভালো হবে।'

শিমলায় ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টি, বিভিন্ন স্থানে উপড়ে পড়ল গাছ

শিমলা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড হয়ে গেল হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা। বুধবার রাতে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টিপাতের ফলে শিমলার বেশ কয়েকটি জায়গায় গাছ উপড়ে পড়েছে। বিভিন্ন স্থানে গাছ উপড়ে পড়ায় যানবাহন চলাচল প্রভাবিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কারের কাজ করা হয়।

স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, শিলার বিভিন্ন স্থানে গাছ উপড়ে পড়েছে। যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে, গত রাতে প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল। ঝড়ের পাশাপাশি বৃষ্টিও হয়।' উল্লেখ্য, আবহাওয়া দফতর ১৮ ও ১৯ এপ্রিল হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টিপাত ও শিলাবৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করেছে। ১৮ ও ১৯ এপ্রিল চাম্বা, কাংড়া এবং কুল্লু জেলায় এবং ১৯ এপ্রিল মান্ডি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে শিমলা, কুল্লু, চাম্বা ও কাংড়া জেলায় ১৮ এবং ১৯ এপ্রিল শিলাবৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নরেন্দ্র মোদি যা করছেন সেটা দেশ ও আপনাদের ভালোর জন্যই করছেন। আর পৃথিবীর বহু জায়গায় মুসলিম দেশগুলিতে ওয়াকফ বোর্ড নেই। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর গরীব মুসলিমদের ভালোর জন্য এটা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মুসলিম মহিলাদের কল্যাণে এই কাজ করেছেন তিনি। ওয়াকফের নামে কোন কিছু দান করা হলে সেটা আর ফেরত যোগ্য নয়। অর্থাৎ সেটা ঈশ্বরের নামে দান করা হয়েছে। যা ফেরত পাবেন না। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ১৯৫৪ সালে প্রথম ওয়াকফ বোর্ড আনেন। আর ১৯৯৫ সালে ওয়াকফ বোর্ডের আইন তৈরি হয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় ২০১৩ সালে। যখন ওয়াকফকে কিছু বাড়তি ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং ওয়াকফের সম্পত্তি না হলেও সেটা দাবি করা হয়। এতে কতিপয় নেতার জন্য এই আইনে ব্যক্তিগত বেশকিছু সুবিধা হয়ে গেছে। হাজার হাজার কোটি টাকা তাদের পকেটে ঢুকে গেছে। রেলওয়ে ও সেনাবাহিনীর পরে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি রয়েছে। কিন্তু ওয়াকফের কাছে এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও সেগুলি জনকল্যাণে তেমনভাবে কাজে আসছে না।

আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো জানান, ওয়াকফ সম্পত্তির যথাযথ নজরদারি ও নিরীক্ষণের অভাবে ২০১৩ সালে ১০,৩৮১টি মামলা বকেয়া ছিল। যেটা এখন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২১,৬১৮টি মামলায়। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের তথ্য অনুসারে, ২৫ টি রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের ওয়াকফ বোর্ডগুলিতে মোট ৫,৯৭৩টি সরকারি সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

উদ্বেগের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনি কি ভাবতে পারেন যে এই জাতীয় সম্পত্তি কীভাবে ওয়াকফের অধীন হতে পারে? আর কিছু লোক এই বিষয়গুলি নিয়ে অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে। তবে আমরা সবাইকে বলছি যে আমরা আপোস করব না। আমি পুলিশকে ওয়াকফ ব্যবহার করে অশান্তি তৈরির চেষ্টায় যুক্ত এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলেছি। কিছু জায়গায় এই জাতীয় অনভিপ্রেত ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটেছে। এই বিলটি খুবই প্রয়োজনীয় এবং এজন্য আমি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই ওয়াকফ বিলটি মুসলিম মহিলাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের উন্নতি করতে সক্ষম হবে। এর পাশাপাশি দুর্নীতি রোধে ওয়াকফ রেকর্ডগুলিকে ডিজিটালাইজ করতে, পারিবারিক বিরোধ ও উত্তরাধিকারের অধিকারের জন্য আইনী সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সহায়ক হবে। আগে এতে কোনও স্বচ্ছতা ছিল না এবং আমরা এখন স্বচ্ছতা আনতে কাজ করছি।

এদিন এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, দলের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত, সংখ্যালঘু মোর্চার প্রদেশ সভাপতি বিল্লাল মিঞা সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। এছাড়া এই সচেতনতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন জেলা সভাধিপতি থেকে শুরু করে মন্ডল সভাপতি সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব।

শেখ হাসিনা

● প্রথম পাতার পর

নির্বিচারে হত্যা শুরু করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। যা ইপিআর ওয়্যারলেস, টেলিগ্রাম এবং টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে সারা দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানি সামরিক জান্তা তাঁকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

এমতাবস্থায়, জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ তথা গণপরিষদের সদস্যরা ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রণয়ণ করেন। ঘোষণাপত্রে বলা হয়-"সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়েছেন সে ম্যান্ডেট মোতাবেক আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছে এবং এর দ্বারা পূর্বাহ্নে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি; এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে শতাধিক দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের উপস্থিতিতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয় এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করে একটি মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়।

পাশাপাশি, এইদিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের শপথ ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের অনুমোদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কেবল নৈতিক ভিত্তিই লাভ করেনি সাথে সাথে আইনি ভিত্তিও অর্জন করে। এই মুক্তিযুদ্ধ কেবল একটি সশস্ত্র যুদ্ধ নয়, এর ভিত্তিতে রয়েছে একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম। নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধও হয়েছে নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিচালনায়। এমনকি মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং চিফ অফ স্টাফ দুজনেই ছিলেন ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং ১৭ এপ্রিল গঠিত গণপরিষদেরও সদস্য। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রই বাংলাদেশের প্রথম সরকার পরিচালনার অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে কার্যকর হয়।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর ১০ জানুয়ারী ১৯৭২ পাকিস্তানের কারাগার থেকে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তনের পর গণপরিষদ সদস্যগণ স্বাধীন বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। স্বাধীনতার সনদ ও সংবিধানের মূলনীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, বাঙালী জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক শোষণমুক্ত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল এবং জনগণের সহযোগিতায় অনেকটুকু সফলতাও অর্জন করেছিল। কিন্তু দেশি-বিদেশি অপশক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার বাংলাদেশ এখন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবীরোধীদের দখলে। তাদের সন্ত্রাস, উগ্র-সাম্প্রদায়িকতা ও দুঃশাসনে জনজীবন যেমন বিপর্যস্ত, তেমনি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বও হুমকির সম্মুখীন। মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত সংবিধানকে অস্বীকার করে তারা অসংখ্য মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে অস্বীকার করছে।

এ রকম দুঃসময়ে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য আমাদেরকে ইতিহাস ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ধারবাহিকতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

গ্রেপ্তার বাবা

● প্রথম পাতার পর

বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। পরে যুব প্রেরণা সামাজিক সংস্থার চোখে পড়ে এই মহিলা সহ তার কন্যা সন্তানটিকে ।সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে ওই মহিলা সহ তার ছোট্ট কন্যা সন্তানকে আশ্রয় দেওয়া হয় তাদের কাছে এবং পরবর্তী সময়ে বুধবার যুবক প্রেরণা সামাজিক সংস্থার সদস্যরা বোধজংনগর থানায় ঘটনাটি জানায়। বৃহস্পতিবার সকালে ওই সামাজিক সংস্থার সহযোগিতায় অভিযুক্ত গৌতম ঘোষকে খয়েরপুরস্থিত তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে।এদিকে, রাজ্য শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশন এবং ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রটেকশন ইউনিটের আধিকারিকরা রাজধানী আগরতলা শহরের রাধানগর স্থিত একটি বেসরকারি হোমে গিয়ে ওই শিশুটির মায়ের সাথে কথাবার্তা বলে এবং শিশুটির শারীরিক খোঁজখবর নেন। শিশুর সুরক্ষা ও অধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে জানা গেছে শুক্রবার মা ও শিশুকে সরকারিভাবে হোমে নিয়ে যাওয়া হবে। এদিকে বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত গৌতম ঘোষ সামাজিক সংস্থার প্রশ্নের মুখে পড়ে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে।

আরাত্রিকা

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের সংবাদপত্রের জগতে ত্রিপুরা দর্পণ একটি পরিচিত নাম। ১৯৭৪ সালে ত্রিপুরা দর্পণের যাত্রা শুরু হয়েছিল, ২০২৩ সালে ৫০ বছর পূর্তি উদ্যাপিত হয়। নিঃসন্দেহে এই সময়কাল রাজ্যের ইতিহাসেরও নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী। গত ৫০ বছরের যাত্রাপথকে স্মরণীয় করে রাখতে ত্রিপুরা দর্পণের পক্ষ থেকে একটি আর্কাইভ সংকলন প্রকাশের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়, আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর শুভ সূচনা হচ্ছে।

৬ খন্ডের এই সংকলনটি আমার হাতে এসেছে এবং দেখার সুযোগ হয়েছিল। এই সংকলনটি আগামীদিনের একটি ঐতিহাসিক দুর্লভ দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং রাজ্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে সংকলিত করা হয়েছে। যেকোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক গত ৫০ বছরের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনার সুস্পষ্ট রূপরেখা হাতের কাছে একসাথে পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। দীর্ঘ পরিশ্রমলব্ধ এই সংকলনটি গবেষক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজকর্মীসহ সকলের কাছেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

রাজ্য সরকার মিডিয়া বান্ধব ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতি সংবেদনশীল। এই ধরনের সৃষ্টিশীল নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ত্রিপুরা দর্পণের সম্পাদক মহাশয়সহ গোটা ত্রিপুরা দর্পণ পরিবারকে এই সৃষ্টিশীল কাজের জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই আর্কাইভ সংকলন প্রকাশ অনুষ্ঠানে যারা অংশ নিচ্ছেন তাদের সকলকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারলে আমি নিজেই সমৃদ্ধ হতাম। আশা করি আয়োজক ত্রিপুরা দর্পণ পরিবার আমার অনুপস্থিতির অক্ষমতাকে অনুভব করবেন। এই অনুষ্ঠান সার্বিক সফল হউক। ভবিষ্যতের এই ধরণের কোন আয়োজনে উপস্থিত থাকার প্রত্যাশা রইল।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

বদরুজ্জামান, পিসিসি সম্পাদক রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

এদিন হাটবারের ব্যস্ত মুহূর্তে হঠাৎ বিক্ষোভে নামে তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেস। কল্যাণপুর এলাকায় স্লোগান ও প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক কার্তিক দেবনাথ, প্রাক্তন বিধায়ক অশোক বৈদ্য প্রমুখ। প্রতিবাদকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালে কল্যাণপুর থানার ওসি তাপস মালাকার-এর নেতৃত্বে বিশালটছট্ট ও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পুলিশের সাথে কংগ্রেস কর্মীদের প্রবল ধস্তাধস্তি শুরু হয়, যার জেরে ৯৩ জন কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তোলা হয়। বিক্ষোভে মহিলারাও সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

জেলা সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য বলেন, "রাহুল গান্ধীর জনপ্রিয়তাকে ভয় পেয়ে বিজেপি সরকার ইডিকে লেলিয়ে দিয়েছে। এভাবে অন্যায় করে কংগ্রেসকে রোখা যাবে না। দেশজুড়ে কর্মসংস্থানের অভাব, সম্পদের বেচাকেনা ঢাকতে এই ষড়যন্ত্র।"

বিক্ষোভ চলাকালীন কংগ্রেস কর্মীদের মুখে ছিল "ত্রিপুরা পুলিশ হায় হায়", "ইডি ধিক্কার হোক", "রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ" ইত্যাদি স্লোগান। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, "সোনিয়া ও রাহুল গান্ধী নির্দোষ। এই চার্জশিট গণতন্ত্রের কণ্ঠ রোধের চেষ্টা।"

এই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস।

সতর্কতা

এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

● প্রথম পাতার পর

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, আজ এখন পর্যন্ত আগরতলায় ০২৮.৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এডিনগরে ০৩৪.০ এমএম, লেম্বুছড়া ০২২.৭ এমএম, বোধজং ০৩৪.৫ এমএম, ডিএম অফিস ০২১.০ এমএম, জিরানিয়া ০৪৫.৫ এমএম, খুমলুঙে ০৫১.০ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, সিপাহীজলা জেলার বিশালগড়ে ০১৬.০ এমএম, বিশ্রামগঞ্জে ০০২.০ এমএম, গজারিয়ায় ৮.৪ এমএম এবং সোনামুড়ার মোহনবাগ ০০১.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। খোয়াই জেলায় ০২৩.০ এমএম এবং তেলিয়ামুড়ায় ০৫৭.০ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

তাছাড়া, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে ০৪৯.০ এমএম, কাঞ্চনপুরে ০৫৩.৯ এমএম, কদমতলায় ০১২.৫ এমএম এবং নতুনবাজার ০০৩.০ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ০৩৩.৬ এমএম এবং কৈলাসহরে ০০৪.০ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ধলাই জেলায় গন্ডাছড়ায় ০০১.০ এমএম, কমলপুরে ০১৬.০ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

কোর্সের কেন্দ্রের অনুমোদন

● প্রথম পাতার পর

সেক্রেটারি স্বাক্ষরিত। সরকারি নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, ডিরেক্টরেট অফ মেডিকেল এডুকেশন (ডিএমই), ত্রিপুরার পক্ষ থেকে জমা দেওয়া অঙ্গীকারনামায় উল্লিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে মোট ৫০টি আসনের অনুমোদন বহাল রাখা হয়েছে।

তবে নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, ২০২৬—২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরবর্তী ব্যাচের ভর্তি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের পুনরায় অনুমোদন বা বিডিএস ডিগ্রির স্বীকৃতি প্রদান সাপেক্ষে অনুমোদিত হবে। নির্দেশ লঙ্ঘন করলে তা অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে এবং ডেন্টিস্টস অ্যাক্ট, ১৯৪৮ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এই পদক্ষেপ রাজ্যে ডেন্টাল শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি, নির্ধারিত নিয়মনীতি মেনে চলার ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সন্ত্রাস হোক অথবা উত্তর-পূর্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, সবক্ষেত্রেই সিআরপিএফ-এর অবদান রয়েছে : অমিত শাহ

নীমুচ (মধ্যপ্রদেশ), ১৭ এপ্রিল (হি.স.): সিআরপিএফ বাহিনীর সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, 'কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই হোক অথবা শান্তি বজায় রাখার জন্য উত্তর-পূর্বে উপস্থিত থাকা কিংবা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে মাত্র চারটি জেলায় নকশালদের সীমাবদ্ধ রাখা - এই সমস্ত ক্ষেত্রে সিআরপিএফ কর্মীদের একটি বড় অবদান রয়েছে।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার সকালে মধ্যপ্রদেশের নীমুচে সিআরপিএফ-এর ৮৬-তম স্থাপনা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তিনি প্যারেড প্রত্যক্ষ করেন এবং বিশেষ অভিবাদনও গ্রহণ করেন।সিআরপিএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে অমিত শাহ এদিন বলেছেন, 'যখনই দেশের যে কোনও অংশে অশান্তি দেখা দেয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে যখন আমি জানতে পারি, সিআরপিএফ কর্মীরা সেখানে আছেন, তখন আমি স্বস্তি পাই এবং আমি আমার অন্যান্য কাজও করি, কারণ আমার এই বিশ্বাস আছে যে সিআরএফপি থাকলে - সিআরপিএফ কর্মীদের জয় নিশ্চিত।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, '২০০১ সালে আমাদের গণতন্ত্রের মন্দির সংসদে আক্রমণ করা হয়েছিল, এবং সিআরপিএফের সাহসী জওয়ানরা সেই হামলাকে ব্যর্থ করেছিল। ২০০৫ সালে যখন সন্ত্রাসীরা শ্রী রাম জন্মভূমিতে আক্রমণ করেছিল, তখন আবারও সিআরপিএফ জওয়ানরা সেই হুমকিকে নিষ্ক্রিয় করেছিলেন এবং মন্দির সুরক্ষিত করেছিলেন। সিআরপিএফের ইতিহাসে লেখা এবং বহু বছর ধরে স্মরণীয় হওয়া সবচেয়ে বড় অর্জনগুলির মধ্যে একটি হল এই দেশকে নকশালবাদ থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রাখা।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, '৬ কোটিরও বেশি গাছ লাগানোর মাধ্যমে আমরা অসাধারণ পরিবেশ সচেতনতা প্রদর্শন করেছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, সিএপিএফ কর্মীদের কল্যাণের জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অঙ্গন

ছোটদের রাজ্য ক্রিকেটে লংতরাই ভ্যালি - তেলিয়ামুড়ার ম্যাচ টাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ‘তীরে এসে তরি’ ডুবলো লংতরাইভ্যালি মহকুমার। ”টাই ” হলো ম্যাচ। ফলে দু-দলই পেলো দুই পয়েন্ট করে। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। বৃহস্পতিবার কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল তেলিয়ামুড়া এবং লংতরাইভ্যালি মহকুমা। জয়ের জন্য শেষ ১১ বলে দরকার ছিল ৯ রান। এপ্রিল দেববর্মা এবং রাজ ভৌমিক আসরে প্রথম জয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল লংতরাইভ্যালি মহকুমাকে। এক সময় দুই বলে দরকার ছিল এক রান। ওই রানটা আর করতে পারেনি লংতরাইভ্যালি মহকুমা। ম্যাচে তেলিয়ামুড়া মহকুমার গড়া ১৩৬ রানে জবাবে লংতরাইভ্যালি মহকুমা ১৩৬ রান করতে সক্ষম হয়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে লংতরাইভ্যালির অধিনায়ক তেলিয়ামুড়া মহকুমাকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। তেলিয়ামুড়া ৪১.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রান করে। দলের পক্ষে আগ্নিক সরকার ৩৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ২৫, ওম মোদক ৪৬ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩, রাজদীপ দাস ৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১, বিক্রম দাস ৩৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ এবং দেবার্পন ভট্টাচার্য্য ২৬ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বাধিক পায় ৩৬ রান। লংতরাইভ্যালি মহকুমার পক্ষে নীরব চাকমা ২১ রানে তিনটি, রাজ ভৌমিক ২২ রানে এবং পূর্ণেদ্র ত্রিপুরা ৩১ রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে লংতরাইভ্যালি মহকুমা ৪২.৫ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সন্দীপ রায় ৮৮ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, বারনাথ রিয়াং ৬৩ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ এবং এপ্রিল দেববর্মা ২৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৩ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বাধিক পায় ৪৬ রান। তেলিয়ামুড়া মহকুমার পক্ষে সুরজ সরকার ১৫ রানে, সায়ন রায় ২০ রানে তিনটি করে এবং বিক্রম দাস ৩১ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে ধর্মনগরকে ৭ উইকেটে হারালো কমলপুর মহকুমা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় পেলো কমলপুর মহকুমা। ভি জে ডি ম্যাথডে ৭ উইকেটে পরাজিত করলো ধর্মনগর মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। বীরেন্দ্রনগর মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে ধর্মনগর মহকুমা প্রথমে ব্যাট করে ৮৫ রান করেছিল। জবাবে খেলতে নেমে কমলপুর মহকুমা শুরুটা ভালো করেছিল। এরপর বৃষ্টি নামায় কমলপুরের সামনে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৪ ওভারে ৫২ রান। যা ১৪.৪ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে করে নেয় কমলপুর মহকুমা। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ধর্মনগর মহকুমা মাত্র ৮৫ রান করতে সক্ষম হয়। কমলপুরের অনুপম দাস এবং প্রান্তিক শীলের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে তেমনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি ধর্মনগর মহকুমার বেটারসরা। দলের হয়ে ১০ নম্বরে ব্যাট করতে নামা বিপ্রন দাস যদি কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে না তুলতো তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ৬০ রানের গণ্ডি পার হতো না। বিপ্রন ৪১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি সাহায্যে ২১ রান করে। এছাড়া দলের পক্ষে জ্যাক মালাকার ২১ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৪ রান। কমলপুর মহকুমার পক্ষে প্রান্তিক শীল ১৫ রানে, অনুপম দাস ২১ রানে তিনটি করে এবং ওয়াহেদ মিঁয়া ১৯ রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে কমলপুর মহকুমা ১৪.৪ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ৫২ রান করে। দলের পক্ষে প্রান্তিক শীল ২৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রানে এবং সায়ন দ্বীপ সূত্রধর ১৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১০ রানে অপরাজিত থেকে যায়। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান। ধর্মনগর মহকুমার পক্ষে প্রিয়াংশু দাস ১৩ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

অভিযুক্ত রূপককে গ্রেপ্তার করতে ত্রিপুরা পুলিশ টিম এখন দিল্লিতে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ওয়ারেন্ট জারি রয়েছে রূপকের বিরুদ্ধে। গোপন সূত্রে খবর রয়েছে, রূপক এখন দিল্লিতে অবস্থান করছে। স্বাভাবিক কারণে তাকে গ্রেপ্তার করতে ত্রিপুরা পুলিশের একটি দল সম্প্রতি দিল্লিতে অবস্থান করছেন।রাজ্য কাবাডি, হকি, জুডো , বক্সিং প্লেয়ারদের কে নিয়ে থানাতে রুপক দেবরায় এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এর পরিপেক্ষিতে ত্রিপুরা সরকার এবং আরক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে রূপক দেব রায়ের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা পুলিশের একটি দল দিল্লির উদ্দেশ্যে ওকে ধরা আনার জন্য প্রত্যেক ফেডারেশন যেমন ইন্ডিয়া অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, অ্যামেচার কাবাডি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, হকি ইন্ডিয়া, জুডো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া সেখানে ত্রিপুরা পুলিশের একটি দল রূপক দেব রায়ের বিরুদ্ধে এখন অব্দি যে যে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছে এর কাগজপত্র দেখিয়েছেন এবং এর নোটিশ অফিস স্টাফদের কে দিয়ে এসেছেন। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা হয়েছে এবং ফেডারেশনের প্রত্যেক মেম্বাররা যারা যারা অফিসে উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই বলেছেন খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিভিন্ন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকেও রূপক দেব রায় এর বিরুদ্ধে আগরতলা পূর্ব থানার একদল দিল্লিতে অবস্থান করছেন এবং উক্ত কেসের রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সদর কার্য্যালয়ে। পাশাপাশি অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ও আরও বিভিন্ন ফেডারেশনের অফিসে, ত্রিপুরা সরকারের ও পূর্ব থানার পুলিশ দল বিভিন্ন কাগজপত্র সাবমিট করেছে এবং প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন, আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই ত্রিপুরার ক্রীড়া জগতের ত্রিপুরা স্টেট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কালো দিনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। ক্রীড়া মহলের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়া মন্ত্রী এবং আরক্ষা দপ্তর ও ক্রীড়া দপ্তর কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে, ত্রিপুরার ক্রীড়া জগতকে পুনরুদ্ধার করার জন্য ও অভিযুক্ত রূপক দেব রায়কে ধরে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ত্রিপুরা অলিম্পিকের সমস্যার সমাধানের জন্য যে মহতী উদ্যোগ নিয়েছে এর জন্য ও ক্রীড়া মহল থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ ত্রিপুরা রাজ্য সরকারকে। এদিকে রাজ্যের সবকটি ক্রীড়া সংস্থা কে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিষয়টা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার লক্ষ্যে রাজ্যের ক্রীড়া জগতে অন্যতম সংগঠক তথা ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা ভীষণভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আশা করা যাচ্ছে ইতোমধ্যেই এর সুফল মিলবে।

ডায়মন্ড লিগের আগে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে রাখলেন নীরজ চোপড়া

টোকিও অলিম্পিকের ‘সোনার ছেলে’কে সম্প্রতি দক্ষিণ আফিকায় অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছিল। অনুরাগীরা মুখিয়ে ছিলেন তাঁকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে দেখার জন্য। তাঁদের সেই ইচ্ছাপূরণ করে নীরজ চোপড়া ট্র্যাকে নামলেন এবং জয়ও করলেন। ফের একবার সোনা জিতে তাঁর মরশুম শুরু হল।

দু’বারের অলিম্পিক পদকজয়ী নীরজ বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার পচেস্ট্রুমে একটি আমন্ত্রণমূলক জ্যাভলিন ইভেন্টে নেমেছিলেন। এই ‘পচ ইনভিটেশনাল ট্র্যাক ইভেন্টে’ ছ’জন অ্যাথলিটকে পিছনে ফেলে সোনার পদক জিতে নেন নীরজ চোপড়া।

৮৪.৫২ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুড়ে তিনি শীর্ষস্থান দখল করেন। নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে এই জয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন ‘ঘরের ছেলে’ প্রোটিয়া তারকা ডাউ স্মিথ।

পুরুষদের জ্যাভলিন ফাইনালে কেবল নীরজ এবং ডাউ-ই ৮০ মিটারের মাইলফলক অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। যদিও নীরজ তাঁর ব্যক্তিগত সেরা থ্রো ৮৯.৯৪ মিটারের অনেকটাই নিচে শেষ করেন। অন্যদিকে, ডাউ কিন্তু ব্যক্তিগত রেকর্ড ৮৩.২৯ মিটারের কাছাকাছি চলে আসেন।

ফলাফল

নীরজ চোপড়া — ৮৪.৫২ মিটার

ডু স্মিট — ৮২.৪৪ মিটার

ডানকান রবার্টসন --- ৭১.২২ মিটার

আরমান্ড উইলেমসে — ৬৯.৫৮ মিটার

মার্কেস অলিভিয়ার — ৬৮.০১ মিটার

জান-হেন্ড্রিক হেইম্যানস --- ৬৫.৫৯ মিটার

১৬ মে দোহায় শুরু ডায়মন্ড লিগ। তার আগে এই জয় নীরজকে মানসিকভাবে অনেকটা এগিয়ে দেবে। তিনি সম্প্রতি জ্যান জেলেজনিকে কোচ হিসেবে নিয়োগ করেছেন। জেলেজনি একজন কিংবদন্তি। তিনি জ্যাভলিন থ্রোতে বিশ্ব এবং অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন। জার্মানিতে ৯৮.৪৮ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে বিশ্বরেকর্ডও গড়েছিলেন তিনি। নতুন কোচের অধীনে নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য থাকবে নীরজের।

‘মেলার মাঠে’ অস্থায়ী স্টেডিয়াম

১২৮ বছর পর আবারও অলিম্পিকে ফিরতে চলেছে ক্রিকেট। বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় এই খেলাটিকে ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক গেমসে পাঁচটি নতুন ইভেন্টের মধ্যে অন্যতম একটি ইভেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবার জানা গেল, লস অ্যাঞ্জেলস থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পোমোনায় খেলা হবে ক্রিকেট। অস্থায়ী স্টেডিয়ামে খেলতে নামবে ৬টি দল। অলিম্পিকের আয়োজকদের তরফে জানানো হয়, পোমোনার অস্থায়ী একটি মাঠে ২০২৮ সালের অলিম্পিক ক্রিকেট খেলা হবে। এই জায়গাটি লস অ্যাঞ্জেলস থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ১৯২২ সাল থেকে এই এলাকাতেই আয়োজিত হয় লস অ্যাঞ্জেলস কাউন্টি ফেয়ার। প্রায় ৫০০ একর জমি জুড়ে মেলা আয়োজিত হত। মেলার মাঠেই গড়ে তোলা হচ্ছে ক্রিকেটের উপযোগী পরিকাঠামো, তবে সেটা অস্থায়ীভাবে। ২০২৮ সালের জুলাই মাসের ১৪ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত ক্রিকেট চলবে অলিম্পিকে। আইসিসির তরফে স্বাগত জানানো হয়েছে এই ঘোষণাকে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে ক্রিকেট হবে ৬ দলের। ৬টা পুরুষ দল। ৬টা মহিলা দল। প্রতি দলে থাকবে ১৫ জন করে সদস্য। অর্থাৎ অলিম্পিকে মোট ৯০ জন পুরুষ ও ৯০ জন মহিলা ক্রিকেটার অংশ নিতে পারবেন। যোগ্যতা অর্জন পর্ব এবং প্রতিযোগিতার ফরম্যাট কী হবে, তা এখনও জানানো হয়নি। তবে শোনা যাচ্ছে, ক্রিকেটের ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জন পর্বটা বেশ ঝক্কির হতে পারে। আসলে টেস্ট ও ওয়ানডের চেয়ে অনেক বেশি দেশ টি-২০ ক্রিকেট খেলে। শতাধিক দেশ অংশ নেয় ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম ফরম্যাটে। তাদের মধ্যে ৬টি দেশ বেছে নেওয়া কঠিন। ছ’টির মধ্যে আবার আয়োজক হিসাবে আমেরিকা সরাসরি সুযোগ পেয়ে যাওয়ার কথা। রইল বাকি পাঁচটি জায়গা। সেই পাঁচটি আসন কীভাবে নির্ধারিত হবে, সেটা নিয়ে সিদ্ধান্ত

এশিয়ান জুনিয়র টেনিসের ফাইনাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এবারকার এশিয়ান জুনিয়র টেনিস টুর্নামেন্ট এখন চূড়ান্ত পর্য্যায়ে। আগামীকাল এর ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিদেশি খেলোয়ার তথা থাইল্যান্ডের প্রতিনিধি সান লাওয়া মরণ পানিছ দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছে। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় রাজধানীর মালঞ্চ নিবাসস্থিত টেনিস কোর্টে এবং বাধারঘাটের দশরথদেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সের টেনিস কোর্টে এশিয়ান ১৪ এবং আন্ডার রেংকিং জুনিয়র টেনিস টুর্নামেন্ট ২০২৫ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনূর্ধ ১৪ বালকদের বিভাগের থাইল্যান্ডের শান ৬-৪, ৪-৬ ও ৭-৫ সেটে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছে। আগামীকাল খেতাবি লড়াইয়ে শীর্ষ বাঁছাই নামান বোরা-র সঙ্গে শান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এদিকে নামান বোরা তৃতীয় বাছাই ঋষিকেশ মানেকে ৬-৩, ৬-১ সেটে হারিয়ে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। এদিকে, বালিকা বিভাগের চতুর্থ বাছাই বিয়া রবিকুমার দুর্দান্ত খেলে প্রায় আড়াই ঘন্টার লড়াই চালিয়ে শীর্ষ বাছাই মারিয়া প্যাটেলকে ৬-১, ৬-৭(৭), ৬-৩ সেটে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। এদিকে, দ্বিতীয় বাছাই পদ্মাপ্রিয়া রমেশ ৬-৪, ৬-২ সেটে ধৃতি-বান্তপল্লীকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। আগামীকাল দিয়া রবি কুমার ও পদ্মাপ্রিয়া রমেশ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। আগামীকাল সকাল আটটা থেকে উভয় মাঠে চূড়ান্ত পর্য্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য টেনিস সংস্থার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের একাধিক ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বৃষ্টিতে ম্যাচ পরিত্যক্ত। কাঞ্চনপুর ও আমবাসার খেলা। তেলিয়ামুড়ার ভগৎ সিং মাঠে বৃষ্টির জন্য মাঝপথে পরিত্যক্ত হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে দুই দল দুই-দুই করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। গত রাতের বৃষ্টিতে মাঠ অপ্রস্তুত থাকায় এমনিতেই খেলা শুরুতে অনেকটা দেরি হয়েছে। ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩০ করা হয়েছে। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের আসর। দুপুর পৌনে বারোটা নাগাদ খেলা শুরুতে টস জিতে আমবাসা প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ২৪ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে ১১৪ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে আর খেলা চালানো সম্ভব হয়নি। আমবাসার শুভ দাস ৪০ রান, শাবণ মগ ২৫ রান, সমর রুদ্রপাল ১৫ রান সংগ্রহ করেছিল। কাঞ্চনপুরের বিশ্বজিৎ দাস দুটি, সুরজ দেব ও সৌম্যদীপ পাল একটি করে উইকেট পেয়েছিল। বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া মাঠে খোয়াই এবং সদর বি-এর ম্যাচও একই অবস্থা। ৪৮ ওভারে কমিয়ে আনা ম্যাচ সকাল সাড়ে নয়টায় শুরুতে টস জিতে সদর বি প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে খোয়াই ৩৩.২ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১২৩ রান সংগ্রহ করেছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সদর বি ৪.২ ওভারে বিনা উইকেটে ২৯ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যায়। খোয়াইয়ের শুভজিৎ পাল ৩১ রান, সপ্তর্ষি আদিত্য ২৮ রান, আয়ুষ নমঃ দাস ২০ রান সংগ্রহ করেছিল। সদর বি-এর ক্রীশ ভৌমিক ও ময়ূখ চৌধুরী তিনটি করে এবং ঋদ্ধিমান দাস দুটি উইকেট পেয়েছিল। দুই দল ২-২ করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে।

ছোটদের ক্রিকেটে বৃষ্টির থাবা

ক্রীড়া প্রতিনিধি , আগরতলা।। মাঝপথে পরিত্যক্ত হলো চারটি ম্যাচ। মুষলধারে বৃষ্টির জন্য। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। মাঝপথে পরিত্যক্ত হওয়ায় আট দলই পয়েন্ট ভাগ করে নিলো। বিফলে গেলো শান্তিরবাজার মহকুমার প্রীতম দেবনাথের দুরন্ত ব্যাটিং। শান্তির বাজারে বাইখোরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য মাঝপথে পরিত্যক্ত হয়। এদিন বিলোনিয়া মহকুমার মুখোমুখি হয়েছিল সাব্রুম মহকুমা। তাতে বিলোনিয়া মহকুমা প্রথমে ব্যাট করে ১১১ রান করেছিল। জবাবে খেলতে নেমে বেকায়দায় ছিল সাব্রুম মহকুমা। ৩৪ রানের পাঁচ উইকেট হারিয়ে। এরপরেই শুরু হয়েছিল বৃষ্টি। ফলে আর খেলা চালানো সম্ভব হয়নি। সকালে প্রথমে ব্যাট করে আকাশ হোসেনের ২৭, অনুপম চৌধুরীর ২২ রানের দৌলতে বিলোনিয়া মহকুমা ১১১ রান করেছিল। সাব্রুম এর পক্ষে পিটার ত্রিপুরা ৮ রানে এবং ঈশান মজুমদার ১০ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করেছিল। জবাবে খেলতে নেমে দেবজিত ভৌমিকের বিধ্বংসী বোলিংয়ে ৩৪ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে খাদের কিনারায় ছিল সাব্রুম মহকুমা। এছাড়া, সাব্রুমে বৃষ্টির থাবা শান্তির বাজার এবং অমরপুর মহকুমার ম্যাচেও। ব্রজেন্দ্রনগর স্কুল মাঠে মুখোমুখি হয়েছিল ওই দুই মহকুমা। তাতে শান্তির বাজারের গড়া ১৯৯ রানের জবাবে অমরপুর মহকুমা এক সময় চার উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৬ রান তুলেছিল। এরপরেই শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। ফলে নিশ্চিত জয় হাত ছাড়া হয় শান্তিরবাজার মহকুমার। বিফলে গেলো প্রীতম দেবনাথের দুরন্ত ব্যাটিং। সকালে শান্তিরবাজার টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে ১৯৯ রান করেছিল। দলের পক্ষে প্রীতম দেবনাথ ৭৫ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৮ রান করে। অমরপুর মহকুমার পক্ষে সায়ন দাস ৪৩ রানে চারটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে ১০ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ১৬ রান করেছিল অমরপুর মহকুমা। শান্তিরবাজারের সুরজিৎ দেববর্মা ৮ রানের দুটি উইকেট দখল করে।

জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে রাজ্য দল এখন উত্তরপ্রদেশের পথে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ২১ থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডাতে অনূর্ধ ১৯ পুরুষ ও মহিলা বিভাগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ন্যাশনাল বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ন রাজ্য দল অংশগ্রহণের জন্য আজ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় রেলপথে উত্তরপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে ন আগামীকাল (শুক্রবার) সকাল ৯ টায় গুয়াহাটিতে পৌঁছবে, তারপর বিকালে গুয়াহাটি থেকে রওয়ানা হয়ে ২০ তারিখ ভোর পাঁচটায় নতুন দিল্লিতে গিয়ে পৌঁছুবে ন সেখান থেকে গ্রেটার নয়ডাতে পৌঁছবে টীম।

ত্রিপুরা এমেচার বক্সিং এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে ওপেন সিলেকশন ট্রায়ালের মাধ্যমে টিম গঠিত করা হয় এন এস আরসিসির বক্সিং হলে ন প্লেয়াররা হলেন দ্বিগবিজয় দাস , কৃপেশ সিনহা, দেবব্রত পাল, মেহেক আক্তার ইশা ও শিলা দেবনাথ এবং টিম কোচ হিসেবে রয়েছেন আনোয়ার হক চৌধুরী ন এ খবর জানিয়েছে সংস্থার সচিব সমীর সাহা। তিনি রাজ্য দলের সাফল্যও কামনা করছেন।

হেড কোচ গম্ভীরের দুই সহযোগীকে তাড়িয়ে দিল বোর্ড !

গত অস্ট্রেলিয়া সফরে ড্রেসিংরুমের খবর ফাঁস করার জন্য চাকরি গেল ভারতীয় দলের সাপোর্ট স্টাফের। ছেঁটে ফেলা হয়েছে হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের সহকারী অভিষেক নায়ারকে। ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ এবং স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেসাইয়েরও চাকরি গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও সরকারী ভাবে বোর্ড এখনও কিছু জানায়নি। অনেকেই বলছেন, চাকরি ছাঁটাইয়ের কারণ হিসাবে ভারতীয় দলের খারাপ পারফরম্যান্সকেই দেখাবে বোর্ড। ওই সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১-৩ ফলে হেরেছিল ভারত। দৈনিক জাগরণ’ সংবাদপত্র এই চাকরি ছাঁটাইয়ের খবর জানিয়েছে।

ভারতের হারের কারণ হিসাবে এই তিন জনের ব্যর্থতার কথা উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, দলের ম্যাসিয়োরেরও চাকরি গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আপাতত ফিল্ডিং কোচ হিসাবে আর এক সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে দায়িত্ব সামলাবেন বলে জানা গিয়েছে। এ ছাড়া সোহমের জায়গায় আসতে পারেন আদ্রিয়ান লে রুস, যিনি এখন আইপিএলের দল পঞ্জাব কিংসের সঙ্গে যুক্ত। অভিষেক এবং দিলীপের পরিবর্ত হিসাবে এখনও কারও নাম ঘোষণা করা হয়নি।

অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলের সাজঘরে কোচ গৌতম গম্ভীর ধমক দিয়েছিলেন ক্রিকেটারদের। তিনি কাকে কী বলেছেন, তা সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হয়ে যায়। কোন ক্রিকেটার সাজঘরের গোপন কথা ফাঁস করেছিলেন, তা বোর্ড কর্তাদের জানিয়ে দিয়েছেন গম্ভীর। আইপিএল শেষ হলেই ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ খেলতে যাবে ভারত। নতুন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে সেটাই তাদের প্রথম সিরিজ। অস্ট্রেলিয়ার মতো ইংল্যান্ডে গিয়েও যাতে দুরবস্থার মধ্যে পড়তে না হয়, সেই লক্ষ্যেই হাল ফেরানোর নীতি নেওয়া হয়েছে। তবে বোর্ডের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও ঘোষণা হয়নি।

গম্ভীর কোচ হয়ে আসার পর কেকেআর থেকে নিয়ে এসেছিলেন অভিষেককে। গম্ভীরের জোরাজুরি মেনেই রাজি হয়ে যায় বোর্ড। কিন্তু আট মাসেই চাকরি গেল অভিষেকের। অনেক ক্রিকেটারই নিজেদের কেরিয়ারের পুনরুত্থানের পিছনে অভিষেকের অবদানের কথা বলেছেন। তার মধ্যে দীনেশ কার্তিক, কেএল রাহুলেরা রয়েছেন। তবে সুনীল গাওস্করের মতো কেউ কেউ অভিষেকের সমালোচনাও করেছিলেন। যা-ই হোক না কেন, আট মাসের মধ্যে চাকরি যাওয়ার ইতিহাসে বোর্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাসে নেই।

এ দিকে, রাহুল দ্রাবিড়ের অধীনে যে কোচিং স্টাফেরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র দিলীপই গম্ভীরের দলের সদস্য ছিলেন। তাঁর ফিল্ডিং করানোর অনুশীলন প্রশংসিতও হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে, তাতেও বোর্ডকর্তারা সন্তুষ্ট নন।

দিগ্বেশের নোটবুক উৎসবের কারণ

আইপিএলে উইকেট নিয়ে বার বার নোটবুক উৎসব করে সমস্যায় পড়ছেন দিগ্বেশ রাঠী। তাঁর ম্যাচ ফি কেটে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন উৎসবের কারণ কী? জানালেন দিগ্বেশের দাদা সানি। শাস্তি পেলেও কেন নোটবুক উৎসব পাল্টাননি দিগ্বেশ? ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’কে তাঁর দাদা বলেন, “আমি দিগ্বেশকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও জানিয়েছে, এই উৎসব ওকে উৎসাহ দেয়। ভাল খেলতে উজ্জীবিত করে। আমি ওকে বলেছি, তোমার ভাল লাগলে এই উৎসব করো, কিন্তু কোনও ক্রিকেটারকে অসম্মান করো না। নজর কাড়ার জন্য এমন উৎসব করছে না দিগ্বেশ। সমাজমাধ্যমও ব্যবহার করে না ও। হোয়াটঅ্যাপে স্টেটাসও দেয় না। দিগ্বেশ বলে, স্টেটাস না থাকলে স্টেটাস দেওয়ার মানে নেই।”

দিগ্বেশের জন্ম দিল্লিতে। বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে খেলতেন তিনি। উইকেটরক্ষক বিজয় দাহিয়া এমনই একটি ম্যাচে তাঁকে দেখতে পান। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে দক্ষিণ দিল্লি সুপারস্টারজের হয়ে খেলছিলেন দিগ্বেশ। গত বছর ১৪টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে লখনউ সুপার জায়ান্টসে যোগ দেন ৩০ লক্ষ টাকায়। সানি বলেন, “দিল্লির বিভিন্ন দল থেকে ডাক পেত। যে দলে জায়গা পেত, সেই দলের হয়েই খেলত। এক সময় পীরাগরির এক অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করেছিলাম। কিন্তু সেখানে ওকে দু’বছর বসিয়ে রাখে। পরে দাহিয়া ওকে দেখে একটা ক্লাব ম্যাচে। মোরি গেট অ্যাকাডেমিতে নিয়ে যায় দিগ্বেশকে।”

দিগ্বেশের ডাক নাম ববি। তাঁর বাবা ধর্মেন্দ্র দুই ছেলের নাম রেখেছিলেন সানি এবং ববি। তৃতীয় ছেলের নাম রাখেন হ্যাপি। সানি বাঁহাতি স্পিনার ছিলেন। ভাল খেলতেনও। কিন্তু বাবা ধর্মেন্দ্রর পক্ষে দুই ছেলেকে ক্রিকেটার বানানোর সামর্থ্য ছিল না। তাই বড় ছেলে সানি নিজেই ক্রিকেট থেকে সরে আসেন। ভাইকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। সানি এখন পুলিশ কনস্টেবল। দাদা জানেন, ভাই পরিশ্রম করেছে বলেই এখন এই পর্যায় ক্রিকেট খেলতে পারছে।

একই দিনে দুই চ্যাম্পিয়নের পতন

একই দিনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিযান শেষ হল দুই প্রাক্তন চ্যাম্পিয়নের। সবমিলিয়ে ১-৫ গোলে চূর্ণ হল গতবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ। অন্যদিকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনালে যেতে পারল না বায়ার্ন মিউনিখ। ফলে সেমিফাইনালে উঠে গেল আর্সেনাল, প্যারিস সাঁ জাঁ, ইন্টার মিলান এবং বার্সেলোনা। কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে গিয়ে আর্সেনালের কাছে ৩-০ হেরেছিল রিয়াল। বুধবার ঘরের মাঠে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই ছিল কিলিয়ান এমবাপেদের। কিন্তু সান্তিয়াগো বের্নাবৌতেও জয় পেল না রিয়াল। গোলমুখী শট থেকে শুরু করে বল দখল-সবেতেই এগিয়ে ছিল হোম টিম। তা সত্ত্বেও ৬৫ মিনিটে গোল করে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন বুকায়ো সাকা। মিনিট দুয়েকের মধ্যে অবশ্য সমতা ফেরান ভিনিসিয়াস জুনিয়র। তারপর লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে গেলেও আর গোলমুখ খুলতে পারেনি রিয়াল। ম্যাচের সংযুক্ত সময়ে আর্সেনালের জয়সূচক গোলটি করেন গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলি। বুধবারের ম্যাচ শেষ হয় ২-১ ফলে। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ জয়ী আর্সেনাল। অন্য ম্যাচে অবশ্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় ইন্টার মিলান এবং বায়ার্ন মিউনিখের। প্রথম লেগে বায়ার্নের ঘরের মাঠে ২-১ জিতেছিলেন মার্কাস থুরামরা। কিন্তু নিজেদের ঘরের মাঠে জয় ধরে রাখতে পারেনি ইন্টার। বুধবারের ম্যাচে ৫২ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন বায়ার্নের হ্যারি কেন। ঠিক ৬ মিনিটের মাথায় সমতা ফেরান লাউতারো মার্টিনেজ। তিন মিনিটের মধ্যে ফের গোল পায় ইন্টার মিলান। বেঞ্জামিন পারভার্ডের গোলে এগিয়ে যায় তারা। তবে ৭৬ মিনিটে এরিক দিয়েরের গোলে সমতা ফেরায় বায়ার্ন। সেখান থেকে অবশ্য আর গোল করতে পারেনি তারা। ম্যাচ শেষ হয় ২-২ ফলে। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ জয়ী ইন্টার মিলান।

নিবেদিতা স্কুলের ফি বৃদ্ধিকে ঘিরে উত্তেজনা, ক্ষুব্ধ অভিভাবক মহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৭ এপ্রিল: কুমারঘাট নিবেদিতা ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুলে বর্ধিত ফি নিয়ে ফের উত্তাল অভিভাবক মহল। বুধবার স্কুল প্রাঙ্গণে বিদ্যাভারতীর সাত সদস্যের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে অভিভাবকদের বৈঠকে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বৈঠকের মাঝেই বিদ্যাভারতীর ত্রিপুরা রাজ্য কো-অর্ডিনেটর নীলমণি চক্রবর্তীর মন্তব্য ঘিরে বিক্ষোভ চরমে পৌঁছে যায়।

শ্রী চক্রবর্তী বৈঠকে বলেন, "যদি কেউ ইচ্ছুক হন, তাহলে ছাত্রছাত্রীদের অন্য স্কুলে স্থানান্তরিত করে নিতে পারেন।" তাঁর এই মন্তব্যে অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং মুহূর্তেই বৈঠকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন স্থানীয় সমাজকর্মী বিকাশ সিন্ধু দেব, অনিমেষ সিনহা সহ কয়েকজন গার্জিয়ান ও স্কুল কর্তৃপক্ষ। পরে নীলমণি চক্রবর্তী দুঃখ প্রকাশ করলে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে।গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই স্কুলে বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৪০০ টাকা এবং কালচারাল ফি বাবদ ১৫০ টাকা বাড়ানো নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। অভিভাবকদের দাবি, হঠাৎ ফি বৃদ্ধি এবং বিদ্যাভারতীর হস্তক্ষেপ স্কুল পরিচালনায় অযৌক্তিক এবং অগণতান্ত্রিক। অনেক অভিভাবকই বিদ্যাভারতী ট্রাস্টকে স্কুল পরিচালনা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি তুলেছেন।

নীলমণি চক্রবর্তী অবশ্য দাবি করেন, কিছু অভিভাবক ও সমাজকর্মী ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টিকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং এর মাধ্যমে বিদ্যাভারতী ও বিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ করতে চাইছেন। তিনি জানান, "গত ৮ এপ্রিল কিছু অভিভাবক ও সমাজকর্মী রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করেন, যা কুমারঘাটের এসডিএমের হস্তক্ষেপে ওঠে। পরে অভিভাবক ও বিদ্যাভারতী প্রতিনিধিদের সঙ্গে ডেপুটি কালেক্টর এবং স্কুল পরিদর্শকের উপস্থিতিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। একই ধরনের বৈঠক গতকালও হয়।"শ্রী চক্রবর্তীর দাবি, আগামী ২২ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকে স্থানীয় বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাসের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন। তিনি জানান, "আমরা ইতিমধ্যেই ফি হ্রাস নিয়ে অভ্যন্তরীণ আলোচনা শুরু করেছি এবং বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৪০০ টাকা ফি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

আগামী ২২ এপ্রিলের বৈঠককে কেন্দ্র করে এখন কুমারঘাটের শিক্ষা মহলে চড়ছে উত্তেজনার পারদ। অভিভাবকদের একাংশের দাবি, স্কুল যেন শিক্ষার পরিবেশ বজায় রেখে সকলের নাগালের মধ্যে থাকে এবং পরিচালনায় স্বচ্ছতা আনা হয়।

পাচারকালে ২৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল: আবারো গাঁজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে মেলাঘর থানার পুলিশ। বাংলা নববর্ষেট দ্বিতীয় দিনের ওই সাফল্য আসে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২৬ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মেলাঘর থেকে উদয়পুরমুখী রাস্তায় দাঁড়ানো অবস্থায় একটি নাম্বারবিহীন ইকো গাড়িতে থাকা দুই ব্যক্তি পুলিশের গাড়ি দেখে পালিয়ে যাই। তারপর গাড়িতে তল্লাশি করে ২৬ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে মেলাঘর থানা পুলিশ।

সে বিষয়ে মেলাঘর থানার ওসি দেবাশিস☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশার আসর ঘিরে উত্তেজনা, গণরোষে যুবক, পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা প্রতিনিধি।। কলমচৌড়া থানার ভেলুয়ারচর এলাকায় নিয়মিত নেশার আসর বসার অভিযোগ ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় বৃহস্পতিবার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার যুবক রিপন মিয়ার বাড়িতে প্রতিনিয়ত চলত মাদক সেবনের আসর। বহুবার এলাকাবাসী বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় অবশেষে তারা বৃহস্পতিবার রিপনের বাড়ি ঘেরাও করে থানায় খবর দেন।খবর পেয়ে কলমচৌড়া থানার পুলিশ ও টিএসআরের বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেই সময় ভাতের হাঁড়ির ভিতর থেকে মাদকদ্রব্য উদ্ধার হয়। এরপর উত্তেজিত জনতা রিপনের বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ার আগেই পুলিশ হস্তক্ষেপ করে এবং যুবককে গণপিটুনির হাত থেকে রক্ষা করে। পরে রিপন মিয়াকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমিত রাখতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। স্থানীয়দের মতে, এমন অভিযান নিয়মিত হলে এলাকায় মাদক বিরোধী মনোভাব আরও শক্তিশালী হবে।পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং রিপনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রেগার কাজের বকেয়া মজুরি ও দুর্নীতির অভিযোগে ডেপুটেশন যুব কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৭ এপ্রিল।। রেগা প্রকল্পে কাজ করেও বকেয়া মজুরি না পাওয়ার অভিযোগে কুমারঘাট ব্লকের বিডিও সুদীপ ভৌমিকের কাছে ডেপুটেশন দিল পাবিয়াছড়া ব্লক যুব কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার ডেপুটেশনের মাধ্যমে তাঁরা শ্রমিকদের স্বার্থে সঠিক মজুরি প্রদানের দাবি জানান।যুব কংগ্রেস নেতাদের অভিযোগ, কুমারঘাট ব্লকের অন্তর্গত আম্বেদকর নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় রেগার আওতায় কাজ করা শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না। বিশেষ করে ল্যান্ড লেভেলিং প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন তাঁরা।

তাঁদের দাবি, বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকদের কাছ থেকে আগাম টাকা নিয়ে কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু পরে দেখা যায় সেই কাজ শ্রমিকদের দিয়ে না করিয়ে জেসিবি দিয়ে করানো হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন শ্রমিকরা কাজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তেমনি তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি হচ্ছে।এই বিষয়ে যুব কংগ্রেসের পাবিয়াছড়া ব্লক সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, "শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো ও দুর্নীতি বন্ধের দাবি নিয়ে আমরা বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি। সরকারের উচিত প্রকৃত শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা।"ডেপুটেশন প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব পিনময় ধর, জিয়াপুর রহমান, সমিরন দেবনাথ, বাবন দে সহ আরও অনেকে।

যুব কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে, দাবি পূরণ না হলে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

রেগা মজুরির দাবীতে অচল গন্ডাছড়া -আমবাসা সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল: বকেয়া রেগা মজুরির দাবিতে আজ সকালে গন্ডাছড়া-আমবাসা সড়কে নিউ ভগীরথ কলোনির মুখে রাস্তা অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রেগার বকেয়া মজুরি প্রদান করা হচ্ছে না। এদিকে, অবরোধের জেরে ব্যহত হয় গন্ডাছড়া মহকুমা হাট বার। প্রত্যন্ত এলাকা থেকে শাকসবজি নিয়ে আসা জনজাতি পরিবারের লোকজন আটকা পড়েন। আটকে পড়ে সরকারি কর্মচারী, ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে যাত্রীরাও। এদিন সাধারণ মানুষের জনদুর্ভোগ চরমে ওঠে।

শ্রমিকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নিউ ভগীরথ কলোনি এলাকায় শ্রমিকরা রেগার কাজের মজুরি পাচ্ছেন না। এ বিষয়ে একাধিকবার পঞ্চায়েতের জানানো হলেও সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ গ্রহন করছে না। তাই বাধ্য হয়ে আজ সকালে রাস্তায় বসেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পঞ্চায়েতের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা অবরোধকারীর সাথে কর্থা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা হবে।ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।তবে, অবরোধকারিরা প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন।

প্রয়াত প্রাক্তন এমডিসি নির্মল চন্দ্র দাস, কংগ্রেস ভবনে শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল : অমরপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন এমডিসি নির্মল চন্দ্র দাস (৭২) আজ জীবনাবসান করেন। দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য রোগে ভুগছিলেন তিনি। আজ সকালে আগরতলার জিবি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াজ অটোনমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিল (এটিএডিসি)-এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে তিনি ছিলেন সক্রিয় ও জনপ্রিয় মুখ। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন এক পুত্র ও তিন কন্যা।

নির্মলবাবুর প্রয়াণে রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আজ সকালেই আগরতলার কংগ্রেস ভবনে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে নেতারা বলেন, নির্মল চন্দ্র দাস একজন নিষ্ঠাবান ও জনমুখী রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

বিলোনীয়ায় পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ফ্রি কোচিং চালু

বিলোনিয়া।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের উদ্যোগে আজ বিলোনীয়ার বিদ্যাপীঠ সুবর্ণ জয়ন্তী হলে আসন্ন টেট-টু ২০২৫ পরীক্ষার্থীদের জন্য তিনদিনের এক বিশেষ ফ্রি কোচিং শুরু হয়েছে। এই কোচিংয়ের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। তিনি বলেন, জিলা পরিষদের উদ্যোগে এই প্রথম এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পরীক্ষার্থীদের জন্য। ভবিষ্যতেও এই ধরনের চেষ্টা বজায় থাকবে। পরীক্ষার্থীরা যাতে এই কোচিং এর সুযোগ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে তারজন্য তিনি তাদের যত্নশীল হতে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, যে কোনও ক্ষেত্রে সফল হতে গেলে কঠোর পরিশ্রম ও লড়াই করতে হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি তার জীবন কাহিনী সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে সফল হতে গেলে চ্যালেঞ্জ নিতে শিখতে হবে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক ও সমাহর্তা মহম্মদ সাজ্জাদ পি। তিনি বলেন, শুধুমাত্র সরকারি চাকরি বেকার সমস্যার সমাধানের পথ নয়। স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য চাকরি ছাড়াও বিভিন্ন দক্ষতাভিত্তিক উপায় রয়েছে। সেই লক্ষ্যে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রদীপ কে, বিলোনীয়া পুরপরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী। জেলার প্রায় দু"শো পরীক্ষার্থী এই ফ্রি কোচিংয়ে অংশগ্রহণ করেছে। কোচিং চলবে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত। কোচিং দেবেন আগরতলার একাডেমি সার্ভিসেসের প্রশিক্ষকগণ।

আম্বেদকরের ১৩৫ তম জন্মজয়ন্তী নলছড় ব্লকে জেলাভিত্তিক আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নলছড় ।। ভারতের সংবিধান প্রণেতা, ভারতরত্ন ড. বি আর আম্বেদকরের ১৩৫ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আজ নলছড় ব্লক কার্যালয়ের মিলনায়তনে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসন ও নলছড় ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই আলোচনা সভায় উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কিশোর বর্মণ, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক কার্যালয়ের ডি সি এম গৌতম চৌধুরী, সমাজসেবী উত্তম কুমার দাস, লোকজিত দেবনাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার অন্তর্গত বক্সনগর, কাঁঠালিয়া, মোহনভোগ, নলছড়, বিশালগড়, চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ। ড. বি আর আম্বেদকর ও সামাজিক ন্যায়বিচার শীর্ষক এই আলোচনাসভায় উদ্বোধকের ভাষণে সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন, বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জীবন ও তাঁর কর্মকাহিনী আমাদের সকলের কাছে প্রেরণা স্বরূপ। তিনি বলেন, বি আর আম্বেদকরের জীবন থেকে আমরা এটাই শিখতে পারি- প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হলে দারিদ্রকে জয় করে ও সমাজের সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছানো যায়। দেশ ও জাতি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা যায়। তাই তিনি ছাত্র-ছাত্রীসহ অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজ গঠনে অংশগ্রহণ করতে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধায়ক কিশোর বর্মণ বলেন, বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর যে সংবিধান রচনা করে গেছেন তার উপর ভিত্তি করেই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। তাই আমাদের জীবনে ড. বি আর আম্বেদকরের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আম্বেদকরের সমাজচিন্তা, চিন্তন শক্তি, দলিত অনগ্রসরদের উন্নয়নে দূরদর্শিতার সঙ্গে চিন্তাভাবনা আমাদের সকলের কাছে প্রেরণার উৎস। বিধায়ক শ্রীবর্মণ বলেন, আম্বেদকর তার শৈশবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে দলিত ঘরে জন্ম নেওয়ায় সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। এই অভিজ্ঞতার নিরিখে তিনি নিজে সুশিক্ষিত হয়ে ভারতবর্ষ থেকে কুসংস্কার নামক সামাজিক ব্যাধি দুরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তাই ভারতবাসী সব সময় তাঁর কাছে ঋণী থাকবে। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আম্বেদকরের জীবনী বিষয়ে উন্মুক্ত ক্যুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

রান্নার গ্যাস, পেট্রোল-ডিজেল সহ জীবনদায়ী ঔষধের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সিপিআইএমের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল: রান্নার গ্যাস, পেট্রোল-ডিজেল, জীবনদায়ী ঔষধের মূল্যবৃদ্ধি এবং মোদি সরকারের ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে আজ কমলপুরের হালহালীতে সিপিআইএম কমলপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার সিপিআইএম সম্পাদক অঞ্জন দাস, প্রাক্তন সম্পাদক ও বর্ষীয়ান নেতা রনজিৎ ঘোষ সহ বিভিন্ন অঞ্চলে সম্পাদকগন।

এদিন সিপিআইএম সম্পাদক অঞ্জন দাস বলেন, কেন্দ্র সরকারের মূল্যবৃদ্ধিতে গোটা দেশে নাভিশ্বাস উঠে। একলাফে রান্নার গ্যাসের দাম ৫০ টাকা বৃদ্ধি করায় মধ্যবিত্তের প্যাকেটে চাপ পড়েছে। পাশাপাশি, জীবনদায়ী ঔষধের মূল্যবৃদ্ধি বেড়েই যাচ্ছে।

তুলাশিখর ব্লকের ২২৬ জন জনজাতি কৃষকের কৃষি সামগ্রী বিতরণ

খোয়াই।। তুলাশিখর কৃষি মহকুমা তত্ত্বাবধায়ক কার্যালয়ের উদ্যোগে গত অর্থবছরে তুলাশিখর ব্লক এলাকায় মোট ২২৬ জন জনজাতি কৃষকের মধ্যে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে। সাবমিশন অন এগ্রিকালচারেল মেকানাইজেশন প্রকল্পে প্রত্যেক কৃষককে ১ লক্ষ টাকা ভর্তুকীতে ২৫টি পাওয়ারটিলার, প্রত্যেককে ৭৫ হাজার টাকা ভর্তুকীতে ৩৯ টি পাওয়ার উইডার মেশিন, প্রত্যেককে ৪ হাজার টাকা ভর্তুকীতে ১৩৫টি স্প্রে মেশিন, প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা ভর্তুকীতে ৭টি ব্রাশ কাটার মেশিন এবং প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় ১৫ হাজার টাকা করে ভর্তুকীতে ২০ জন কৃষককে ১টি করে ওয়াটার পাম্পসেট বিতরণ করা হয়েছে। তুলাশিখর কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক অর্পণ দেববর্মা এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বিদ্যুৎ দপ্তরের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ কুমারঘাট ব্লক যুব কংগ্রেস, ডেপুটেশন পেশ

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

বিদ্যুৎ দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল কুমারঘাট ব্লক যুব কংগ্রেস। সোমবার কুমারঘাট বিদ্যুৎ দপ্তরে ডেপুটেশন পেশ করে তারা। ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পেশ করা ওই ডেপুটেশনে অভিযোগ করা হয়েছে, বিদ্যুৎ পরিষেবার বেহাল অবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় ভূতুড়ে বিলের জেরে ভোক্তারা দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। যুব কংগ্রেসের অভিযোগ, সম্প্রতি বিদ্যুৎ নিগম কুমারঘাট শাখা থেকে ফটিকরায় সহ আশপাশের এলাকায় বেশ কিছু মিটার পরিবর্তন করা হয়েছে। এই নতুন মিটার লাগানোর পর থেকেই ভোক্তাদের বিদ্যুৎ বিলের অঙ্ক বেড়ে দাঁড়াচ্ছে এক মাসে ৬০ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, আগে যাঁরা মাসে ৫০০-৭০০ টাকায় রিচার্জ করতেন, তাঁদের এখন বিল আসছে ২০ হাজার টাকারও বেশি।

রাধানগর গ্রামের বাসিন্দা অশ্বিনী দাস জানান, আগে মাসে ৩০০ টাকা রিচার্জেই বিদ্যুৎ চলত, কিন্তু নতুন পোস্ট পেইড মিটার লাগানোর পর গত মাসে তাঁর হাতে এসেছে ৮৪ হাজার টাকার বিল। একইভাবে, এই গ্রামের পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিলব দাসের ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন মিটার বসানোর পর বিল এসেছে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। পঞ্চায়েত সদস্য বেনুভূষণ দাসের বিল এসেছে প্রায় ৬০ হাজার টাকা।জানা গেছে, রাধানগর গ্রামে দেড় বছর আগে প্রিপেইড মিটার বসানো হলেও এখন আবার তা পরিবর্তন করে নতুন পোস্ট পেইড মিটার লাগানো হচ্ছে। এই কাজের দায়িত্বে রয়েছে বেসরকারি সংস্থা "টেকনো ইলেকট্রিক"।যদিও বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভূতুড়ে বিল সংক্রান্ত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে তা ঠিক করার কাজ শুরু হয়েছে। তবে ভোক্তাদের ক্ষোভ এখনও প্রশমিত হয়নি। যুব কংগ্রেসের দাবি, অবিলম্বে সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে তারা।

হাজারো চ্যালেঞ্জ, নিঃস্ব আর হতাশার মাঝে জীবন সংগ্রাম করে চলেছে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল: অসময়ে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় জুমচাষীদের ফলন প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। এর প্রভাব সরাসরি পড়েছে ওই অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে।এমন সংকটের মাঝেও তেলিয়ামুড়ার হাজরাপাড়া এলাকার এক স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী তার পরিবারকে সহায়তা করার জন্য সাহসিকতার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের কাকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত একটি প্রত্যন্ত গ্রাম হাজরাপাড়া যেখানে আনুমানিক চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি পরিবার বসবাস করে।গ্রামটি মূলত নির্ভরশীল ছিল জুমচাষের উপর। কিন্তু এবছর অসময়ে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ফলন প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে।এর প্রভাব সরাসরি পড়েছে ওই অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। খাবার, জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজন মেটানো নিয়ে এক বিরাট অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।এমন সংকটের মাঝেও এলাকার এক স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী তার পরিবারকে সহায়তা করার জন্য সাহসিকতার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করছে। পড়াশোনা এবং সংসারের অবস্থা সামাল দিতে একদিকে স্কুলের বই অন্যদিকে পুরনো ঐতিহ্য অনুযায়ী পাছড়া তৈরির কাজে নেমে পড়েছে সে। এক অনন্য উদ্যোগের সঙ্গে, সে বাজার থেকে সুতার সংগ্রহ করে ঐতিহ্যবাহী পাছড়া তৈরি করে বিক্রি করছে।

এবিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ছাত্রীর বলেন, জুমের ফলন এবছর ভালো হয়নি, ফলে সংসারে দুরাবস্থা। আমি পড়াশোনার ফাঁকে এই পাছড়া তৈরি করছি। যাতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পারি এবং পরিবারের কাজে আসতে পারি। এছাড়া, সে আরও জানায়, বাজার থেকে সুতার দাম বেড়ে গেছে। ফলে আগে যেভাবে লাভ হতো তা আর হয় না। তবে যা কিছু উপার্জন হয়, তা দিয়ে কিছুটা হলেও পরিবারের সহায়তা করতে পারি, এটা আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি।এ যেন এক দৃষ্টান্ত, যে সংকটের মাঝে আমরা যে কোনো ছোট উদ্যোগের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারি, সেটাই প্রমাণ করে চলেছে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা।

তীব্র খরার পর স্বস্তির বৃষ্টি, প্রাণ ফিরলো তেলিয়ামুড়ার কৃষিজীবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ এপ্রিল।। দীর্ঘ তাপপ্রবাহ ও জলের তীব্র সংকটে যখন বিপর্যস্ত তেলিয়ামুড়ার কৃষিজীবন, ঠিক সেই সময়ই এক পশলা স্বস্তির বৃষ্টি যেন আশীর্বাদের মতো এসে হাজির। শুকিয়ে যাওয়া মাঠে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়ে কৃষকদের মুখে ফের হাসি ফোটাল বর্ষণ।

সূর্যের প্রখর তাপে পুড়ে যাওয়া জমি আর ফাটল ধরা ক্ষেতের চিত্র পাল্টে গেল মাত্র কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার বাইশগরিয়া, ব্রহ্মছড়া, হাওয়াইবাড়ি, তুইচিন্দ্রাই, খাসিয়া মঙ্গল, মোহরছড়া, কৃষ্ণপুর, মাইগঙ্গা ও মহারানীপুর সহ একাধিক কৃষিপ্রধান অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে দেখা গেল এক অন্যরকম চাঞ্চল্য ও উচ্ছ্বাস।

স্থানীয় এক কৃষকের কথায়, "যেন মাটি আবার কথা বলছে, শুকিয়ে যাওয়া জমি প্রাণ ফিরে পেয়েছে। আজকের এই বৃষ্টি আমাদের নতুন করে বাঁচার সাহস দিল।"

প্রসঙ্গত, এই অঞ্চলের অধিকাংশ পরিবার কৃষিনির্ভর। চলতি মরশুমে ধান, শাকসবজি ও মৌসুমি ফসলের চাষে মন দিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু টানা অনাবৃষ্টিতে অনেক জমিতে ফাটল দেখা দেয়, ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল। বহু কৃষক ইতিমধ্যে জমিতে চাষের জন্য বড় অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করলেও জল না থাকায় তা বৃথা মনে হচ্ছিল। বৃষ্টির পরে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। জমি যেমন সিক্ত হয়েছে, তেমনই কৃষকদের মনেও ফিরে এসেছে আশার আলো। যদি আবহাওয়া এমনই সহায়ক থাকে, তাহলে চলতি মরশুমে ভালো ফলনের স্বপ্ন দেখছেন চাষিরা।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের একলব্য পরিসরে বাংলা নববর্ষ, বিহু ও বিজু উৎসব উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে হর্ষোল্লান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ, বিহু এবং বিজু উৎসব যৌথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি কেবন বিভিন্ন ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে ওঠেনি, বরং ভারতীয় সংস্কৃতির বর্ণিল উৎসবকে একই প্ল্যাটফর্মে উপস্থাপনের একটি শক্তিশালী মাধ্যমও ছিল।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী অরিন্দম লোধ মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। লেমুখড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবক, শ্রীমতী দীপালি দেববর্মা মহোদ্য সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন ব্যাকরণ শাখার প্রধান ড. উমেশ চন্দ্র মিশ্র এবং সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেন বেদান্ত শাখার সহকারী অধ্যাপক ড. নেগাল দাস।

এই উপলক্ষে ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের দ্বারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়, যেখানে ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি, নাটক এবং লোকগানের এক সুন্দর ঝলক দেখা যায়। প্রতিটি পরিবেশনা দর্শকদের রাজ্যের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং লোক ঐতিহ্যের সাথে সংযুক্ত করে।

প্রধান অতিথি বিচারপতি অরিন্দম লোধ তাঁর বিশেষ ভাষণে বাঙালি সংস্কৃতি, ভাষ্য এবং এর ঐতিহাসিক মর‍্যাদা তুলে ধরে বলেন, 'এই ধরনের উৎসবের মাধ্যমে আমাদের সাংস্কৃতিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের পথে ইতিহাস গড়ার দোরগোড়ায় ত্রিপুরার অরিত্র রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। ত্রিপুরার মানুষদের জন্য গর্বের মুহূর্তপৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করার লক্ষ্যের একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছেন রাজ্যের প্রথম পর্বতারোহী অরিত্র রায় ।ইতিমধ্যেই তিনি সফলভাবে অভিযান সম্পন্ন করেছেন আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো এবং ইউরোপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এলব্রাসে। এবার সেই অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নকে সঙ্গী করে বাইসাইকেলে চেপেই এভারেস্ট অভিযানে বেরিয়ে পড়েন তিনি।চলতি বছরের ১৬ই মার্চ অরিত্র রায় তাঁর এই ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করেন এবং বর্তমানে তিনি পৌঁছে গেছেন এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে।অভিযানের প্রতি তাঁর এই অদম্য সাহস ও দৃঢ়চেতা মনোভাব গোটা রাজ্যের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে। তাঁর সাফল্যের কামনায় শুভেচ্ছার বার্তা জানাচ্ছেন ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন।পরবর্তী লক্ষ্য এভারেস্টের শীর্ষচূড়া স্পর্শ করাযেখানে পৌঁছালে ইতিহাস সৃষ্টি করবেন তিনি, ত্রিপুরা থেকে প্রথম এভারেস্টজয়ী হিসেবে। রাজ্যবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সেই গৌরবময় মুহূর্তের।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas